জম্বালিনী।

শ্রীযাদবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রণীত।

শ্রীবেণীমাধব দে এণ্ড কোম্পানীর
সাহায্যে ও যত্নে প্রকাশিত।

প্রথম সংস্করণ।

কলিকাতা

চিৎপুর রোড ৩১৮ নং বট

বিদ্যারত্ন যন্ত্রে

শ্রীঅরুণোদয় ঘোষদ্বারা মুদ্রিত।

ইংরাজী ১৮৭১ সাল।

শুদ্ধিপত্র।

পৃষ্ঠা	পুংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১/০	১৪	উপব	উপবে
।০	৯	হইব	হইবে
৪	১৩	অধবে	অধের
১২	১৭	নয়ান	নয়ন
১৭	২২	ভুবাটে	স্থবাটে
২০	১৮	অজনম	আজনম
২৩	২১	সবল	সরল।
২৫	১৫	পোপন	গোপন
৩৪	১৮	অববব	অবযব
৩৯	৯	কা	কাজ
১১	১৫	ব	বন
৪৪	১৭	আসি	অসি
৪৭	২	ধারাধব	ধরাধব
৫৭	১১	রিষাছে	মরিয়াছেঁ
৬৪	১২	আভাবণ	আভরণ
৬৫	১১	বাধি	বাঁধি
৮২	১০	ঘর্ণে	ঘূর্ণে
১১২	২১	হাস্থের,	হাস্থেতে,

বিজ্ঞাপন।

অধুনা বাঙ্গালা ভাষায নভেল্ (অর্থাৎ ইংবাজী ধবণেব পুস্তক) অনেক প্রকাশিত হইতেছে তাবৎ গুলিই গদ্যে উক্ত বীতিব একখানি গ্রন্থ পদ্যে প্রকাশ কবণাশযে "জম্বালিনী" নাম দিযা এই পুস্তক খানি লিখিলাম ইহা কোন পুস্তক হইতে ভাব সংগৃহীত বা অনুবাদিত নহে। এমত ভবসা কবি না যে ইহা পাঠক সমাজে সমাদৃত হইবে, তবে সহৃদয পাঠকবর্গ একবাব ইহাব আদ্যোপান্ত পাঠ কবিলেই শ্রম সফল জ্ঞান কবিব।

অবশেষে কৃতজ্ঞচিত্তে স্বীকাব কবিতেছি যে আ-মাব পবমবন্ধু শ্রীযুক্ত বাবু বনওযাবিচন্দ্র চৌধুবি ও চন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায ইহাব সমুদায সংশোধন কবিযা দিযাছেন; উক্ত বন্ধুদ্বয অনুগ্রহ না কবিলে অদ্যাবধিও পাঠকবর্গ জম্বালিনীকে দেখিতে পাইতেন না।

শ্রীযাদবেন্দ্র শর্ম্মা।
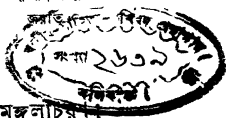
দাবজিলিং।
তাবিখ ২ বৈশাখ ১১৭৮॥

শ্রীশ্রীঈশ্বরো

মঙ্গলাচরণ

নিরাকার নিরঞ্জন, নিরাময় নিরশন,
নিরাপত্তি নিখিল নিদান।
সর্ব্বময় সনাতন, সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বক্ষণ,
সদানন্দ সর্ব্বশক্তিমান॥
সর্ব্ব জীব অন্তর্যামী, সর্ব্বেশ্বর সত্যস্বামী,
কটাক্ষে সৃজন লয়কারী।
করুণা বরুণালয়, জগন্নাথ জ্যোতির্ম্ময়,
জ্ঞানময় সর্ব্ব পাপহারী॥
নিরাতঙ্ক নিরালয়, নিরুত্তর নিরন্বয়,
পরামাত্মা ত্রিলোক পালক।
নিবৃতাত্মা নির্ব্বিকার, নিরাকাঙ্ক্ষ নিরাধার,
সর্ব্বজীবে সমান দর্শক॥
শোক তাপ বিরহিত, কাম ক্রোধ বিবর্জ্জিত,
পতিতপাবন পরাৎপর।

সংসার সাগর সেতু, যিনি সকলের হেতু,
ত্রিকালজ্ঞ অনন্ত অক্ষর ॥
যে জন বিচিত্র কারু, যাঁহার কৌশল চারু,
নানা রূপে যাহার সৃজন।
বর্ত্তমানে নর যত, যারা লোকান্তরে গত,
ভাবিতে জন্মিবে যত জন ॥
ত্রিকালে যতই নর, সকলেরি ভিন্ন স্বর,
ভিন্ন ভিন্ন আস্যের গঠন।
যে দিকে ফিরাই অক্ষি, দেখি কত শত পক্ষী,
ভিন্ন রূপী পশু অগণন ॥
যাঁহার আদেশ ক্রমে, গ্রহগণ নভে ভ্রমে,
প্রভাকর উদে প্রতিদিন।
শশধর সিতকর, সিতে পুষ্ট কলেবর,
অসিতে ক্রমশঃ দেহ ক্ষীণ ॥
যাঁহার নিয়ম মত, ঋতু তিথি মাস যত,
ক্রমান্বয়ে করে গতায়াত।
বিকট প্রাবৃট কালে, নভাচ্ছন্ন ঘন জালে,
অবিরত হয় ধারাপাত ॥
নিদাঘে নিদয় রবি, ধরিয়া অনলচ্ছবি,
দগ্ধকর করে বিতরণ।
হেমন্তে ভাস্কর কর, নাহি রয় খরতর,
শীতে শান্ত সদা প্রভঞ্জন ॥

যাঁহার অনুজ্ঞা বলে, সিন্ধু নীরে অগ্নি জ্বলে,
ঘনে জ্বলে বিজলী অনল।
তাঁরে সদা ভাব মন, কেন মিছা প্রতিক্ষণ,
মিছা কাযে কি হেতু চঞ্চল ॥
ক্ষণেক সুখের আশে, আবদ্ধ সংসার পাশে,
লয়ে পুত্র দারা পরিজন।
পাতিয়া কুটিল জাল, ধরারণ্যে ব্যাধ কাল,
আছে বসি করিবে বন্ধন ॥
বিনা সেই সর্ব্বসার, কেমনে হইবে পার,
ভব পাবাবার ভয়ঙ্কর।
কুবৃত্তি কুম্ভীব চয, সদা সে অর্ণবে রয,
হিংসা গ্রাহ ধর্ম্ম জীব হর ॥
পর নিন্দা শিশুমার, উলটিছে বাব বার,
সে সিন্ধুর সলিল উপব।
ধনাকাঙ্ক্ষা অব্ধি—হয়, সদাই সবলে বয়,
তার বেগ ক্ষান্ত কেবা করে ॥
কপট নিরধি—করী, আছে কত ভাব ধবি,
তাহার ছলনা বোঝা দায়।
পর-ক্লেশ তিমি মীন, শান্ত রহে কোন দিন,
সদা ফেরে অনিষ্ট চেষ্টায় ॥
ক্রোধরূপী উরোগামী, সদাই দংশিতে কামী,
কাম কর্ক আছে উচ্চ শিরে ৷৷

লোভ মীন মায়া জলে, ফেরে নিজ ইচ্ছা বলে,
মদ-কূর্ম্ম উঠে চিত্ত তীরে ॥
মোহ-ভেক মন্দকায়, মাৎসর্য্য মকর তায়,
কুচিন্তা জলৌকা অস্রগ্রাসে।
দুরাশা লহরী ব্রাত, বিষাদ প্রচণ্ড বাত;
ভ্রমাবর্ত্ত পুণ্য-প্লব নাশে ॥
তাই বলি ওরে মন, ! শ্বাস আছে যত ক্ষণ,
ডাক তাঁরে, শয়নে স্বপনে।
বিনা সেই সর্ব্বসার, কেমনে হইব পার,
এক চিত্তে ভেবে দেখ মনে ॥

শ্রীশ্রীঈশ্বরো জয়তি।

জম্বালিনী।

—

কাননকুটিরে।

অসিত পক্ষের শশী, নবমী তিথিতে পশি,
উদিবার পূর্ব্বে কিছুক্ষণ।
অশ্বে চড়ি মহাসুখে, উদয় পূবাভি মুখে,
যাইতেছে যুবা এক জন॥
তখন নীরব ধরা, শ্রান্ত জন দুঃখহরা,
নিদ্রা দেবী ব্যাপিয়া জগতে।
কত শত জীবগণে, লয়ে ক্রোড় নিকেতনে,
বিতরিছে সুখ বিধিমতে॥
কোন নারী কুতূহলে, দুগ্ধনিভ শয্যাতলে,
সুখ শ্রমে সুখে নিদ্রা যায়।
যুবক জাগ্রত আছে, দয়িতা শয়িতা কাছে,
জাগাইতে কত যত্ন পায়॥

কোন যুবা বার বার, মুদিছে নয়ন দ্বার,
সুখদা নিদ্রার প্রলোভনে।
কিন্তু তার হৃদেশ্বরী, বিঘ্ন করে যত্ন করি,
জাগে যুবা জায়ার যতনে ॥
কেহ বা ধরণীতলে, নিরাসনে কুতূহলে,
নিদ্রা সুখ লভে অচেতনে।
কেহ বা পর্য্যঙ্কোপরি, সুকোমল শয্যা করি,
নিদ্রা নাই সতীর নয়নে ॥
কোন নারী রসবতী, নিকটে নাহিক পতি,
তাহে সুখ যৌবন সময়।
নেত্রে পূর্ণ অশ্রুজল, পাণ্ডু বর্ণ গণ্ডস্থল,
করিতেছে পার্শ্ব বিনিময় ॥
মধ্যে মধ্যে রাত্রিচর, দু-এক দ্বিজের স্বর,
শুনা যাইতেছে দূর স্থানে।
যুবাটি এ হেন কালে, সখা করি করবালে,
যাইতেছে সহ সাবধানে ॥
যুবার জানুর পাশে, নগ্ন চন্দ্রহাস হাসে,
শিরসে শোভিছে শিরস্ত্রাণ।
পৃষ্ঠ দেশে চর্ম্ম দোলে, তূণীর তাহার কোলে,
স্কন্ধদেশে ধনুঃ লম্বমান ॥
নির্ভয়ে যুবক রায়, বহু দূর চলি যায়,
তুরঙ্গম মধ্যম চালনে।

শর্ব্বরী হইল শেষ, ছাড়াইয়া বহু দেশ,
অবশেষে পশে একবনে ॥
নানা জাতি তরুবর, ফল পুষ্পে শোভাকর,
আছে শূন্যে শিরঃ উচ্চ করি।
হেন জ্ঞান হয় মনে, জানাইছে জনগণে,
কাননের গরিমা লহরী ॥
ক্ষণ পরে আলো করি, অরুণ বরণ ধরি,
ভানু আসি দিল দরশন।
রবি কর পরশনে, লতা আদি তরুগণে,
রক্ত বর্ণ করিল ধারণ ॥
অনুমান হয় হেন, শয্যা ত্যজে সূর্য্য যেন,
আসিয়াছে স্বকার্য্য সাধনে।
সংবেশ আবেশ তাই, এখন ও ঘুচে নাই,
প্রকাশিছে তপন নয়নে ॥
নিশায় নীরধা নীরে, নীরজিনী নিম্ন শিরে,
ছিল নিজ নাথ হয়ে হারা।
আদিত্য উদিল আসি, অব্জিনী আননে হাসি,
কুমুদিনী মুদে আঁখি তারা ॥
নানাবিধ জীবগণ, সুখে করে বিচরণ,
নিজ নিজ ভক্ষ্য অন্বেষিয়া।
শাখা লীন হয়ে পাখী, কান্তা মুখে মুখ রাখি,
গায় বিভু গুণ বর্ণাইয়া ॥

থাকিয়া সলিলাধারে, নলিনী নয়ন ঠারে,
মধুকর বুঝিয়া সময়।
লম্পটের বেশ ধরি, গুনগুন্ গান করি,
কান্তা পাশে হইল উদয়।।
কমলিনী মধুকরে, অতিশয় সমাদরে,
বসাইল হৃদয় কমলে।।
মধুকর হাস্য মুখে, মধু পান করে সুখে,
দেখে রবি অগ্নি সম জ্বলে।।
নলিনীর ভৃঙ্গে মতি, প্রভাকর নামে পতি,
রাধিকার আয়ান যেমন।
আযান দোষের ভাগী, রাধিকা কৃষ্ণের লাগি,
শশঃব্যস্ত সদা সর্ব্বক্ষণ।।
ক্রমশঃ অধরে রবি, ধরিয়া প্রখর ছবি,
আকাশের শিখরে উঠিল।
নরের শ্রমজ জল, ত্যজিয়া ললাট স্থল,
পদতলে পড়িতে লাগিল।।
নিদাঘ জীবন দাহী, শ্রমিক আরোহী বাহী,
রবি কর অতি তেজোময়।
বহু শ্রমে বাহিবর, সলিলাক্ত কলেবর,
পদে পদে পদচ্যুত হয়।।
ফেণ সহ ফেলে শ্বাস, নাহি পায় অবকাশ,
ইচ্ছা সত্ত্বে নহেক স্বাধীন।

ক্রবাণ দুর্ব্বল নর, বোধে শ্রেষ্ঠ নিরন্তর,
অশ্ব বলী বুদ্ধি বাক্ হীন॥
অক্ষম হলেও হয়, বলিতে সক্ষম নয়,
কিঞ্চিৎ হইয়া অগ্রসর।
পুষ্পে বৃক্ষ সুশোভিত, ফলে শাখা মূলে নীত,
পশে এক উদ্যান ভিতর॥
উদ্যানের প্রান্তভাগে, সাজিয়া বিবিধ রাগে,
আছে কত লতিকা সুন্দরী।
তাহাদেরে পুষ্পহার, মণিময় অলঙ্কার,
দশদিক্ আছে আলো করি॥
পবন তস্কর সম, করি মন্দ মন্দ ক্রম,
গন্ধরস করিয়া হরণ।
বিতরিছে অনিবার্য্য, স্তেয় ধনে সৎকার্য্য,
আপাততঃ জগৎরঞ্জন॥
সে যাহোক অবশেষে, উদ্যানের মধ্যদেশে,
দেখে এক কুটির সুন্দর।
কুটিরের চারিধার, অতিশয় পরিষ্কার,
সন্নিকটে সরঃ মনোহর॥
সাগর সমান সর, সলিল শীতল কর,
আছে কত সরোরুহ তায়।
মৃদু মৃদু বায়ুভরে, তরঙ্গ ভ্রূভঙ্গ করে,
কূলের কোলেতে নাশ পায়॥

পাহাড় প্রমাণ পাড়, কূলেতে ফুলের ঝাড়.
মধুলোভে ভ্রমে পুষ্পচয়।
গতস্থ ফুল্লিত ফুলে, ভ্রমর ভ্রমিছে ভুলে,
খসিয়া পড়িছে দল চয়॥
পুষ্পে পুষ্পে অলিগণে, করে গুন্‌গুন্‌ স্বনে,
প্রসূনের প্রসংশা কীর্ত্তন।
শুনি পুষ্প গুণ গান, তাই করে মধুদান,
চাটুর প্রণেয় সর্ব্বজন॥
আসি যুবা সরঃকূলে, অশ্ব বাঁধি বৃক্ষ মূলে,
স্নানাদি করিয়া সমাপন।
কুটির গৃহাভিমুখে, আসিতে লাগিল সুখে,
অশ্বরজ্জু করিয়া ধারণ॥
অবিলম্বে আসি দ্বারে, শ্রেষ্ঠ কুল ব্যবহারে,
বার্ত্তা দিয়া রহিল বাহিরে।
যুবার গভীর স্বর, রুচি ভেদে মনোহর,
অথচ কহিল ধীরে ধীরে॥
একটি নবীনা যুনী, মানবের স্বর শুনি,
দ্রুত পদে বাহিরেতে আসি।
হেরিয়া যুবকরাজে, যুবতী ঈষৎ লাজে,
রীতি মত যতন প্রকাশি॥
সম্ভাষিয়া সমাদরে, কহিল যুবকবরে,
ভিতরে চলুন মহাশয়।

আজি মম পর্ণশালা, পরিল পবিত্র মালা,
লভি সাধু পদরেণুচয় ।।
জ্ঞান হইবার পরে, ইতি পূর্ব্বে অন্য নরে,
হেরে নাই যদিও যুবতী।
তথাপি মাতার স্থানে, নানাবিধ উপাখ্যানে,
জানাছিল মানবমূরতি ।।
যদিও মাতার স্থানে, নানাবিধ উপাখ্যানে,
না শুনিত বিশেষ ভারতী।
তথাপিও বোধ হয়, কভু না করিত ভয়,
যুবকের হেরিয়া মূরতি ।।
যুবকের অঙ্গ চয়, শঙ্কা প্রদ কভু নয়,
যদিও আছিল তেজোবান।
যেমন উজ্জ্বল মণি, আভায় অনল গণি,
শৈত্যগুণে সলিল সমান ॥
মুখ খানি মনোরম, দ্বাদশীর শশী সম,
শবতের নিশিতে যেমন।
কৃষ্ণদিশে শোভে কেশ, আভাময় নিম্নদেশ,
দৃষ্টান্তই শশী নিদর্শন।
যুবা অতি কুতুহলে, নামিয়া ধরণীতলে,
ইতস্ততঃ করি কিছুক্ষণ।
তুরঙ্গের রজ্জু ধরি, চরণ চারণ করি,
করি দিল বন্ধন মোচন ।।

পরে যুবতীর সনে, কুটিরে আনন্দ মনে,
প্রবেশিল হইয়া সুধীর।
যুবারে আসন দিয়া, যুবতী সত্বর গিয়া,
আনি দিল সুফল সুনীর॥
যুবা দেশাচার মত, আনীত সুফল যত,
নিজ ইষ্টদেবে নিবেদিল।
ভোজন করিয়া পরে, অজিন আসনোপরে,
শান্তিসুখ লভিতে লাগিল॥

পরিচয়ে।

লভিয়া বিশ্রাম সুখ অতি ধীরে ধীরে।
জিজ্ঞাসিল যুবক যতনে যুবতীরে॥
কিহেতু কামিনী তুমি কাননবাসিনী।
কহ বিবরিয়া তব বিশেষ কাহিনী॥
আকারে সদ্বংশজাতা বলি বোধ হয়।
স্বভাবেই সুজাতের দেয় পরিচয়॥
শুনিতে আমার যদি থাকে অধিকার।
বলিতে আপত্তি যদি না থাকে তোমার॥

বলিলে যদ্যপি নাহি হয় ক্ষতিবোধ।
সে কথায় যদি মম চলে অনুরোধ॥
অনুরোধ করি তবে বল বিশেষিয়া।
শুনিয়া হউক তুষ্ট কৌতুহল হিয়া॥
যুবতী কহিল, একি প্রথামত হয়।
কামিনী হইয়া কোথা দেয় পরিচয়?॥
যুবক বলিল, সত্য কথায় কৌশলে।
যে খানে সর্ব্বই নারী সেই খানে চলে॥
নিরস হাস্যের সহ কহিল যুবতী॥
কি আর কহিব পূর্ব্ব দুখের ভারতী॥
শুনিবারে সত্ব তব আছে সবিশেষ।
বলিতেও বিঘ্ন কিছু না দেখি বিশেষ॥
শুনিয়াছি বাল্যকালে মাতার বদনে।
বিপাকে বর্জ্জিত বাস নিবাস কাননে॥
দ্বারিকা নগরী মাত্র শুনিয়াছি কাণে।
পিতার বসতি পূর্ব্বে ছিল সেইখানে॥
ছিলেন ধনেশ ধনে নীর নম্রতায়।
সদ্‌গুণে গণিত পিতা শ্রেষ্ঠের সংখ্যায়॥
ধরাধর জিনি ধীর বিধির কৃপায়।
বাসুকী অসুখী মনে ধরা লজ্জাপায়॥
প্রতাপে প্রবলানিল শক্রসন্নিধানে।
সুমৃদু বসন্তবায়ু বন্ধুর বিধানে॥

বুদ্ধে বৃহস্পতি সম যুদ্ধে কর্ণবীর।
ধর্ম্মে যেন ধর্ম্মরাজ, চাটুতে বধির॥
আকারে আদিত্য সম প্রকারে অমর।
গম্ভীরে সাগর সম রূপে শশী স্মর॥
যোগী সম জিতেন্দ্রিয় ইন্দ্রিয় পর্য্যায়।
শশী, সূর্য্য সম খ্যাতি গৌরব গীতায়॥
বিদ্যায় বাণীর পুত্র, কূট হীন মতি।
অশ্ব চালনায় নল অনল মূরতি॥
নাহিক কালের চিত্তে ব্যবস্থা কখন।
কালগুণে নিঃস্ব নৃপ, নৃপতি নির্ধন॥
তৎকালে অমর নাথ বীরেন্দ্র কেশরী।
শাসিত কেশব সম দ্বারিকা নগরী॥
ছিলেন জনক তাঁর সৈন্যের প্রধান।
এক অধিকারে যেন দুই ইরাবান্॥
তৎকালে বিক্রম সিংহ গুজ্জরের পতি।
সমরে অমর বলে ভীম মহামতী॥
রাজত্ব সম্বন্ধে কোন কূট কথান্তরে।
উভয়ে মাতিল ঘোর দুর্ব্বার সমরে॥
বহু দিনাবধি রণ হইল প্রখর।
অকালে মরিল কত যুবক সুন্দর॥
আহব অঙ্গণে অস্ত্রে অরির সদনে।
ত্যজিল দ্বারিকানাথ পরাণ পবনে॥

আহব আঘাতে পিতা হইয়া বিজিত।
বন্দীভাবে হইলেন গুজ্রাটে নীত ॥
অধিপের আজ্ঞাবলে জনক আমার।
হইলেন নির্ব্বাসিত অরণ্য মাঝার ॥
পাদপ যদ্যপি করে স্থান বিনিময়।
আশ্রিতা লতিকা তার দেহ ছাড়া নয় ॥
অথবা ছায়ার সম জনকের সনে।
আমারে লইয়া মাতা পশিলেন বনে ॥
তখন বালিকা আমি অতীব অজ্ঞান।
নাহি জানি জনকের দণ্ডের বিধান ॥
বিসর্জ্জিয়া স্বদেশের সম্পদ প্রচুর।
স্বর্গ সম জন্ম ভূমি ইন্দ্র সম পুর ॥
পত্রের কুটির এবে, ইন্দ্রের আলয়।
অরণ্য অমর-বাস ; লোষ্ট্র বসু চয় ॥
বৃক্ষের বাকলে ভাবি কৌষেয় বসন।
শার্দ্দূল শারঙ্গ চর্ম্ম শয়ন শোভন ॥
বনজা মল্লিকা মালা মণিময় হার।
লতিকা পদের মম শ্রেষ্ঠ অলঙ্কার ॥
কবরী কুসুম মঞ্জু কাননের ফুল।
কনক কুসুমাবলী কোথা তার তুল ॥
সুমিষ্ট ফলের রস গোরস সমান।
শর্করা মিশ্রিত বারি সরঃ করে দান ॥

অরণ্য পশ্বাদি মম প্রতি বাসিগণ।
বিহঙ্গ প্রসঙ্গ মধু বীণার বাদন॥
নিকুঞ্জ কুটির চারু অতিময় শালা।
পত্রের মর্মর স্বরে কত মধু ঢালা॥
প্রিয় পিক কুল মম প্রধান গায়ক।
ভ্রমর নিকর তায় সুস্বর দায়ক॥
শুনিয়া সুমৃদু স্বরে কহিল যুবক।
কোথা তব অর্চ্চনার জননী, জনক? ॥
যুবকের জিজ্ঞাসায় পরেই যুবতী।
হইল সজল নেত্রো অবনিম্ন মতি॥
কি দুঃখে হইল নীর পুরিত নয়ন।
কে বলিতে পারে তার মনের কথন॥
যুবতীর নেত্রে হেরি নিরানন্দ নীর।
যুবকের ভাব কিছু হইল গভীর॥
এক দৃষ্টে ভূমি পৃষ্ঠে চাহিয়া ক্ষণিক।
বারেক করিল লক্ষ্য যুবতীর দিক্॥
পুনশ্চ ধরণী পৃষ্ঠে ক্ষেপিয়া নয়ান।
যেন কিছু ভাবনায় হইল মগন॥
কহিল কিঞ্চিৎ পরে নাহি প্রয়োজন।
বেদনার হেতু যদি হয় বিবরণ॥
কোমল নবনী, ঘৃত, নারীর হৃদয়।
অল্প তাপে, দুখে, আশু দ্রবীভূত হয়॥

বিগত দুঃখের বাক্য বর্ত্তে বর্ত্তমানে।
বলিতে অন্তেরে চারি গুণ পরিমাণে ।।
নিমন্ত্রিয়া নাহি কায সন্তাপ ক্রন্দনে।
থাকুক্ সর্পের হাশি শরা আবরণে ।।
যুবতী সে ভাব আশু করি সংবরণ।
অজিনে মুছিল নিজ সজল নয়ন ।।
না জানি বারেক কেন কি ভাবিয়া মনে।
ক্ষেপিল অপাঙ্গ দৃষ্টি যুবার বদনে।।
কিন্তু সে ক্ষণিক দৃষ্টি কত ক্ষণ রয়।
ইচ্ছা থাকিলেও তার রাখা ভাল নয় ।।
ফিরাইয়া নয়নের দৃষ্টি স্থানান্তরে।
সম্বোধিয়া যুবকে কহিল প্রত্যুত্তরে ।।
আমার নয়ন নীরে থাকিলেও দুঃখ।
তব কাছে অনু মাত্র ভাবিনা অসুখ ।।
যুবক বলিল। দুঃখে কি কায বলায়।
যুবতী বলিল। দুঃখ হেন কি তাহায় ।।
যুবক বলিল। যদি নির্ম্মল গগণ।
শুভ্র মেঘে হইল কি ? বারি বরিষণ ।।
নয়নের নীর বিন্দু করিলে মোচন।
বলিতে পারিনা দুঃখ দিলে বিসর্জ্জন ।।
দিনেকের তরে যদি প্রাবৃট গগন ।।
বারিদ বিহীন হয়—প্রকাশে তপন ।।

শৈত্য গুণে বায়ু যদি মৃদুল বিহারে।
তথাপি হেমন্ত কাল কে বলিতে পারে॥
যুবতী বলিল। সত্য!—কিন্তু মহাশয়।
বলিলে মনের দুঃখ লাঘব নিশ্চয়॥
যুবক বলিল। তবে বল বিবরণ।
অবশ্যই স্থান দান করিবে শ্রবণ॥
বক্তার বলিতে যদি কষ্ট নাহি হয়।
শ্রোতার উপেক্ষা করা উপযুক্ত নয়॥
যুবতী কহিল। আমি ভূর্জ্জাগিমী অতি।
জন্মাবধি বিরহিতা; সম্প্রদ বসতি॥
হইল অনেক দিন জনক আমার।
পরলোকে গিয়াছেন ত্যজিয়া সংসার॥
অল্প অল্প মনে পড়ে পিতার মরণ।
এত স্মারকত্বা শক্তি ছিল না তখন॥
স্বপনে পদার্থ জ্ঞান অস্পষ্ট যেমন।
সেই রূপ হয় মাত্র পিতারে স্মরণ॥
পাণ্ডবের প্রিয় পুত্র গাণ্ডীবী দুর্জ্জয়;
ধনঞ্জয় নাম যার তেজে ধনঞ্জয়॥
যাহার যশের গান ঘোষে যোদ্ধৃগণে।
অদ্যাবধি নিরবধি বিকচ বদনে॥
নাশিয়া কৌরব কত গৌরব কিনিল।
পৌরব প্রসূনে যশ সৌরভ ছুটিল॥

অনলে নিকৃষ্ট কীট নাশে যে প্রকার।
নাশিল কতই অরি সংখ্যা নাহি তার ॥
যে কাল করিয়া সেই যুধানে সংহার।
রাখিয়াছে মহীতলে নাম মাত্র তার ।।
নিরুপম ভীমসেন অনুপম বলে।
অদ্যাবধি যার বল দৃষ্টান্তের স্থলে ।।
কাটিয়া অরির শির পাড়িয়া ভূতলে।
বহাইল রক্ত স্রোত স্রোতস্বিনী–বলে। ·
যাহারে হেরিয়া কত যুধান কেশরী।
যাইত যমের গৃহে দেহ পরিহরি ॥
যে কাল করিয়া সেই বিক্রান্তে সংহার।
রাখিয়াছে নাম মাত্র জগৎ মাঝার ॥
সাগরের বক্ষে দ্বীপ সিংহল শোভন।
কৃষ্ণের মোহিনী রূপে বক্ষোজ যেমন ।।
অথবা প্রফুল্ল পদ্ম, কুমুদ, কাসারে।
অথবা তপন, শশী, আকাশ মাঝারে ।।
সেই সিংহলের মাঝে লঙ্কেশ রাবণ।
প্রতাপে কম্পিত যার অসুরারিগণ ।।
অরির শরীর রক্তে আরক্ত নয়নে।
কর্দম করিল যেই দুর্দম দারণে ।।
এক কালে যাহার সুতীক্ষ্ণ ধনুর্বাণ।
লাঘব করিয়া ছিল রাঘবের মান ॥

রঘুকুল তিলক ত্রিলোক অধিকারী।
দ্যুলোকের প্রিয় পাত্র গোলোক বিহারী॥
নাগপাশ বাণে যার হইয়া বন্ধন।
করিয়া ছিলেন কত কাতরে ক্রন্দন॥
যে কাল করিয়া সেই রাবণে চর্ব্বণ।
রাখিয়াছে মহীতলে নামের কীর্ত্তন॥
সেই কাল মম তাতে করিয়া সংহার।
রাখিয়াছে মহী মাঝে নাম মাত্র তাঁর॥
কেবল জননী মম, আছেন জীবিতা।
অতি বৃদ্ধা সমুত্থান শক্তি বিরহিতা॥
তৃষ্ণায় পানীয় নীর ক্ষুধায় আহার।
অশ্রুজলে জল দাত্রী; আমি মাত্র তাঁর॥
যুবা জিজ্ঞাসিল পুনঃ পরিমিত স্বরে।
কোথায় জননী তব, বুঝি গৃহান্তরে॥
যুবকের অনুমানে নাহিক সন্দেহ।
অঙ্গুলী ইঙ্গিতে যূনী দেখাইল গেহ॥
যুবক কহিল। যদি না থাকে বারণ।
হেরিব তাঁহার পদ বিপদ নাশন॥
যুবতী সম্মতি সহ লইয়া তাঁহারে।
উপনীত হইলেন মাতার আগারে॥
আগারটি কথিত গৃহের এক শেষ।
এক ছাদে আচ্ছাদিত ছিল ক্ষুদ্র দেশ॥

প্রকোষ্ঠ বহিতে গেলে যুক্তি হয় হেয়।
এই হেতু গৃহান্তর বলাই বিধেয় ॥
আগারে পশিয়া যুবা করিল দর্শন।
বৃদ্ধার বার্দ্ধক্য হেতু আকার ভীষণ ॥
অবত্র শোণের মত রজত কুন্তল।
রন্ধ্রগত হইয়াছে নয়ন যুগল ॥
পতিত চিবুক দেশ বক্ষের উপরে।
ওষ্ঠাধর পশিয়াছে বদন বিবরে ॥
অপক্ক কদলী ফল বিশুষ্ক যেমন।
দেখিতে কুঞ্চিত হয়, অগ্রন্থ গঠন ॥
সেই রূপ প্রাচীনার বক্ষোজ যুগল।
উরসে সংলগ্ন আছে হইয়া অচল ॥
সাগিনী সমান শিরা উঠিয়াছে গায়।
বলিত বন্ধুর চর্ম্ম গলিত তাহায় ॥
দেহ খানি অতি শীর্ণ মাংস বিরহিত।
কেবল কঙ্কালে যেন চর্ম্ম আচ্ছাদিত ॥
প্রণম্যা জানিয়া যুবা করিল প্রণাম।
বৃদ্ধা জিজ্ঞাসিল। বৎস! কি তোমার নাম ॥ ?
কোথায় বসতি কর ? যাবে কোন স্থানে।
বাধা না থাকিলে বল মম সন্নিধানে ॥
শুনিয়া কহিল যুবা সবিনয়ে অতি।
অভিখ্যা সুরেশ রায় ভুরাটে বসতি ॥

যাইব উদয় পুরে আছে অভিলাষ।
না জানি করেন কিবা দেব কীর্ত্তিবাস॥
প্রাচীনা কহিল পুনঃ কাহার সন্ততি। ?
প্রত্যুত্তরে কহিলেন সুরেশ সুমতি॥
বিক্রমী ত্রিলোক রায় তাঁহার তনয়।
বৃদ্ধার চমক সহ কাঁপিল হৃদয়॥
অন্য মন সহ হৃদি হইল আকাশ।
ক্ষণ পরে ত্যজিলেন সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস॥
প্রাচীনার ভাবান্তর বুঝিয়া লক্ষণে।
প্রশ্ন করিলেন রায়, বিনীত বচনে॥
কেন দেবী ? হেন ভাব করিলে ধারণ।
কি হেতু হইল দীর্ঘ নিঃশ্বাস পতন॥
বৃদ্ধা কহিলেন। নাহি অন্য কোন হেতু।
ত্রিলোক ভূপের পুত্র রায় কুল কেতু॥
আরাধিলে যারে নাহি পায় জগ জনে।
স্বইচ্ছায় তিনি মম কুটির ভবনে॥
শরদের পূর্ণ শশী নিরদে জড়িত।
বৈশাখের বিকর্ত্তন বারিদে আবৃত॥
অগ্নিব সর্ব্বাঙ্গ ঢাকা ভস্মের ভিতর।
নীলকান্ত অয়স্কান্ত ধূলায় ধূসর॥
কেমনে চিনিবে লোক অজ্ঞান যেজন।
অজ্ঞ হেতু অপরাধ ক্ষমার কারণ॥

অনলে সলিল কভু ঘন নাহি হয়।
ঘৃণিলে অনিলে কভু অপকারী নয়॥
অজানত যদি কোন হয়ে থাকে দোষ।
ক্ষমিবে আপন গুণে হইবে সন্তোষ॥
শুনিয়া বিনয় বাক্যে কহিলেন রায়।
অপরাধ না হইলে ক্ষমা করা দায়॥
পুনরুক্তি না করিয়া অবনত মুখে।
বসিয়া রহিল বৃদ্ধা আন্তরিক দুঃখে॥
পতন উন্মুখ ঘন নীলিমা বরণ।
যতক্ষণ ভূমি তলে না হয় বর্ষণ॥
যেমন চৌদিকে থাকে ঘোর অন্ধকার।
ঝলকি বিজলী বজ্র পড়ে বার বার॥
যখন বর্ষণ হয় সলিল আসার।
তিরোহিত হয় বজ্র, ঘন, অন্ধকার॥
নয়ত একটি বাত্যা হইয়া উত্থিত।
উড়াইয়া দেয় ঘন ঘটার সহিত॥
না হয়, নিষ্ফল মাত্র তর্জ্জন গর্জ্জন।
না হয় বাত্যার সহ হয় বরিষণ॥
তেমনি নরের মনে দুঃখ জলধর।
অন্ধকার রূপে ব্যাপে সর্ব্ব কলেবর॥
যত ক্ষণ নাহি হয় অশ্রু বরিষণ।
দুঃখের লাঘব নাহি হয় কদাচন॥

না হয় নিঃশ্বাস দীর্ঘ হইয়া পতন।
দুঃখের কিঞ্চিৎ শান্তি করে নিপাতন ।।
না হয় নিঃশ্বাস সহ অশ্রুপাত হয়।
না হয় অন্তর দুঃখ অন্তরেই রয় ।।
পূর্ব্বকার দুঃখ বৃদ্ধা ভাবিয়া অন্তরে ।
পূর্ণিত হইয়াছিল দুঃখ কলেবরে ।।
অচিরেই নয়নাশ্রু হইয়া পতন ।
করিল মনের দুঃখ কিছু নিবারণ ।
বৃদ্ধার নয়নে নীর হেরিয়া নয়নে ।
কহিলেন তার প্রতি সুমধুর বচনে ।।
শমিত হউন দেবি ; কেন অকারণে ।
দূষিত করেন যদি নয়ন জীবনে ।।
বৃদ্ধা কহিলেন অশ্রু ভারাক্রান্ত স্বরে
আমার দুঃখের হেতু অসীম অন্তরে ।।
অকারণে নহে বৎস ! আমি অভাগিনী ।
জগৎ মাঝারে মাত্র জনম দুঃখিনী ।।
দিনেকেরো তরে তবু সুখী কত জন ।
আজনম অন্তে মম, নাহি কদাচন ।।
মম সম দুর্ভাগিনী ত্রিজগতে নাই ।
ধরা, নারী সর্ব্ব সহা সয়ে থাকি তাই ।।
যুবরাজ কহিলেন । [illegible] ।
বিপদ, সম্পদ কিছু চির স্থায়ী নয় ।।

সুখ, দুঃখ চক্র ক্রমে করে গতায়াত।
কখন ঐশ্বর্য্য ভোগ কখন উৎপাত ॥
দণ্ডধর সম কভু রাজদণ্ড ধারী।
কখন শ্রীহীন বেশী দ্বারের ভিখারী ॥
কখন পর্ব্বত তুল্য গুরুত্ব নিলয়।
কখন তৃণের তুল্য লঘু নীচাশয় ॥
কখন কুবের সম, স্ব সম্পদ শালী।
কভু কান্থা ধারী পান্থ কডার কাঙালী ॥
কভু বসিবারে স্বর্ণ রত্ন সিংহাসন।
কখন ধরণী তলে ধূলিকা আসন ॥
কখন নিবাস স্থান ইন্দ্রেব মন্দির।
কখন তরুর তল পত্রেব কুটির ॥
সময়ে হইতে পারে সুখেব সম্পদ।
চির দিন কার বল নিবসে বিপদ ॥
বৃদ্ধা বলিলেন। মম সুখ নাহি ভাগে।
বায় বলিলেন কিসে জানিলেন আগে ॥
ভবিষ্যৎ কেবা জানে ধবণী ভিতবে।
হয়ত হইতে পারে সময় অন্তবে ॥
মানব হইত যদি ভবিষ্যৎ ভাষী।
তবে'কি হইত কেহ আশার প্রত্যাশী ॥
এত দিনে সুখ দুঃখে পূবিত সংসাব।
কোথাও বাজিত বাদ্য কোথা হাহাকার ॥

ঘটিত অরিষ্ট বহু অবনী নাশক।
উঠিত আপদ যত দুঃখ উৎপাদক ॥
বৃদ্ধা কহিলেন। মিছে আশা কেন আর।
রায বলিলেন। আশা জগতে অপার ॥
আকাশের সম আশা অসীম ভুবনে।
আশা অতিক্রমী কেহ নহে নিজ মনে॥
থাকিত আশার যদি সীমা নিরূপিত।
অবশ্য হইত লোকে পরিতুষ্ট চিত॥
আশাতেই আশ্বাসিত জগতের লোক।
আশার আশায় লোকে ভুলে পুত্র শোক॥
প্রাচীনা দ্বিরুক্তি নাহি করিলেন আর।
ক্ষণিক করিয়া রুদ্ধ বচনের দ্বার॥
কহিলেন পুনঃ। বৎস! পথ অতিক্রমে।
অতীব কাতর আজি আছ পরিশ্রমে॥
লভ গিয়া শান্তি সুখ রীতির বিহিত।
দোষের মার্জ্জনা যেন করে তব চিত॥
যুবরাজ কহিলেন।—করিযা বিনয়। .
মম প্রতি হেন ভাষ শিব হেতু নয়॥
বৃদ্ধা বলিলেন। বৎস! ভূপাল তনয়!।
দূরের আকাশ তল নিম্ন জ্ঞান হয়॥
কিন্তু সে কোথায় নিম্ন উচ্চের প্রধান।
বিদেশ বলিয়া তাই নিম্নে নতবান॥

অবশ্য বিনীত শিবঃ যেজন উন্নত।
বংশের শিখর যথা নিম্ন ভাগে নত ॥
বিদেশে বিনীত হবে বুধের বচন।
সুরেশ বিনীত শিবে করিয়া শ্রবণ ॥
বিদায় বৃদ্ধার স্থানে লইয়া অচিরে।
পশিলেন আসি পুনঃ পূর্ব্বের কুটিরে ॥
সুরেশ করিলে পরে গৃহান্তরে গতি।
যুবতীর নাম ধরি কহিল জরতি ॥
কুমার অতিথি যেন কষ্ট নাহি পায়।
যদি জানিত বৃদ্ধা আপন কন্যায় ॥
করুণা দাক্ষিণ্যে পূর্ণ হৃদয় তাহার।
তথাপিও প্রাচীনা কহিল একবার ॥
বৃদ্ধার বচন শুনি অতি সাবধানে।
শুনিলেন রায় বসি, আপনার স্থানে ॥
বচনের শব্দ মাত্র পশিল শ্রবণে।
হইলেন অপারক মরম গ্রহণে ॥
যুবতীর নাম মাত্র যতনে বিস্তর।
করিলেন অনুমানে বুদ্ধির গোচর ॥
পাঠকের নামটি কি? (অনুমান হয়)
শুনিবারে হইয়াছে ব্যাকুল হৃদয় ॥
সরল তাহার নাম,-অতি বুদ্ধিমতী।
পূর্ব্বেই হয়েছে উক্ত নবীনা যুবতী ॥

বরণ সুন্দর তার তাহাতে উজ্জ্বল।
অঙ্গের সৌষ্ঠব অতি কোমল, সবল ॥
মুষ্টিমেয় কেশ গুলি তাহাতে কুঞ্চিত।
শিবস্ শিখরে আছে অযত্নে জড়িত ॥
ললাট প্রশস্ত, কিন্তু কিঞ্চিৎ উন্নত।
তাহাতে মুখের শোভা করে নাই হত ॥
লোচন আয়ত অতি লক্ষণে জানায়।
শ্রুতি না ব্যাঘাত দিলে যাইত ঘাটায় ॥
শুক্ল দ্বিতীয়ার শশী,—ভুরু মনোরম।
আরো কিছু দীর্ঘ হলে হইত উত্তম ॥
কর্ণ দুটি দৃশ্যে অতি মানস রঞ্জন।
গণ্ডস্থলে আছে বেশ লোহিত বরণ ॥
নাসিকায় মুখ খানি করিয়াছে আলো।
পরিমিত নিম্নোন্নত স্বভাবতঃ ভালো ॥
দ্রব্যের আঘ্রাণ, শ্বাস লইবার দ্বার।
দেখিতে এমন কিছু নহে কদাকার ॥
নস্য গ্রাহী আচার্য্যেরো মত দীর্ঘ নয়।
সূচিকারো ছিদ্র সম ক্ষুদ্র কেবা কয় ॥
যেমন হইলে পরে উপযোগী হয়।
গঠনে তেমনি; কোন দেখিনা ব্যত্যয় ॥
অন্ন প্রবেশের, বাক্ নিঃসরণ দ্বার।
হইলে অত্যল্প বড় হত চমৎকার ॥

ওষ্ঠাধর স্বভাবতঃ আরক্ত বরণ।
যে হলে সুচারু হয় তেমনি গঠন॥
আস্যে শোভে সুমধুর বশম্বদ হাসি।
শৈশব সময়াবধি বদন নিবাসী।
যৌবনে সে হাস্যে কোন ধরে নাই দোষ॥
যে জন যে ভাবে ভাবে পায় পরিতোষ॥
কম্বুব গর্ত্তস্থ রেখা শোভিছে গ্রীবায়।
অতীব কোমল নাহি কঠিনতা তায়॥
আদি রিপু উত্তেজক-সুগর্ব্বিত স্তন,
বমনীর যৌবনের অমূল্য বতন॥
কলিকায় সুকোমল অতি মনোহর।
সুখ প্রদ মুগ্ধকর ভাবী পয়োধব॥
দৃশ্যে দাহী স্পর্শে প্রিয় সে কুচ যুগল।
অন্তর হইতে অগ্নি কবে সুশীতল॥
থাকুক্ আচ্ছাদ মাঝে হইয়া গোপন।
স্থূলোন্নত কাঠিন্যের স্পষ্ট নিদর্শন॥
বিপুল-নিতম্ব, আর পীন পয়োধব।
ক্রমান্বযে অধঃ আর উর্দ্ধেব ঈশ্বর॥
কি জানি নিতম্বে আর পীন পয়োধরে।
সীমান্না লইয়া যদি প্রতিবাদ করে॥
এই হেতু ক্ষীণ কটি বিশেষ করিয়া।
দিতেছে দোঁহারে যেন সীমা দেখাইয়া॥

সুগোল কোমল চারু চরণ যুগল।
কান্তের দোষের ক্ষমা পাইবার স্থল॥
পাঠক! কেন হে তব নেত্র কি কারণে।
সরলার সুধাভরা হৃদয় প্রাঙ্গণে॥
সতৃষ্ণ নয়নে কেন দৃষ্টি বার বার।
হইয়াছে মনে বুঝি আশার সঞ্চার॥
তাই বুঝি হইয়াছে অন্তর অসার।
দ্রষ্টব্যের দ্রব্য যেন বিশ্বে নাহি আর॥
যার যায় আশা তার তথায় নয়ন।
বারম্বার বিলোকন প্রীতির লক্ষণ॥
এখনি ও আশা কিন্তু কর পরিহার।
কেনা জানে দুরাকাঙ্ক্ষা দুখের আধার॥
সরলা মাতার স্থানে বিদায় লইয়া।
আইল সুরেশ পাশে সত্বর হইয়া॥
তখন গগন মণি-দেব প্রভাকর।
পশিতে চরম চূড়ে হইল তৎপর॥
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৃক্ষাদির প্রতিবিম্ব চয়।
হইয়াছে ক্ষুদ্রের সুদীর্ঘ পরিচয়॥
উন্নত বৃক্ষের শিরে অট্টালী শিখরে।
কেবল কিরণ কণা ঝিকি মিকি করে॥
কত শ্বেত সৌধ শির শোভিয়াছে তায়।
শিব শিরে শশি-রশ্মি যথা শোভা পায়॥

যে সব উন্নত গিরি ব্যাপ্ত বহু দেশ।
স্বর্গের সোপানে যেন আছে অবশেষ ।।
তাহাদেরো শিরে রশ্মি লোহিত রুচিরে।
সিন্দূরের বিন্দু যেন হিন্দু নারী শিরে ।।
কর মালা দিয়া রবি সরসীর জলে।
লইছে বিদায় যেন পদ্মিনীর স্থলে ।।
দুখে পদ্মিনীর মুখে সরে না বচন।
কে দেয় বিদায় নাথে থাকিতে জীবন ।।
লম্পট ষটপদ কুল আকুল পরাণে।
গুঞ্জে গুঞ্জে কত পুঞ্জ ধায় কুঞ্জ পানে ।।
উপপত্নী দুঃখে বুঝি মুখে গুঞ্জ রব।
অথবা আনন্দে কেবা করে অনুভব ।।
স্বকার্য্য হইলে শেষ কাবে কেবা চায়।
লুটিয়া কুটিল কুল ছুটিল বাসায় ।।
কুমুদিনী কমলিনী-কান্ত পরশনে।
লজ্জায় মলিন মুখী সলিল সদনে ।।
পতিব্রতা রমণীর এইত লক্ষণ।
পরশে পুরুষ পর বিরস বদন ।।
ক্ষণে ক্ষণে মৃদু ভাবে দুশ্চেষ্ট পবন।
দিতেছে বিমুক্ত করি মুখের বসন ।।
কুমুদিনী হেলে দোলে লজ্জার কারণ।
দুর্ব্বলের অস্থিরতা সহায় স্বজন ।।

সনাথা সতীর সনে কুমুদিনী সতী।
যাচিছে যামিনী সদা পাইতে স্বপতি ।।
ক্ষণে ক্ষণে ছলাসহ অপাঙ্গ নয়নে।
সলাজে সকান্তা যেন চাহিছে গগনে ॥
সূর্য্যের অস্তের কাল করি দরশন।
হযত বলিল কেহ, বিয়োগী যে জন।।
সুখ দুঃখ বিতরিয়া নরের অন্তরে।
চলিলে চরমে তুমি আজিকার তরে।।
নিকটে বিকটা নিশা নিশাচরী সমা।
কে করিবে দুঃখ নাশ নাহি প্রিয়তমা।।
কহিল সংযোগী কোন সম্বোধি তপনে।।
আর কেন দিননাথ। যাও নিকেতনে।।
সমযে প্রত্যহ নিত্য যাও যে প্রকার।
আজি নয় যাও কিছু অগ্রেতে তাহার।।
ধন্য বটে তোমার প্রভুর কার্য্যে মন।
উষায় আগম তব সায়াহ্নে গমন॥
লোক লাজ ভয়ে যার হৃদয় রঞ্জিনী।
দিবসে আবৃত মুখী যথা কুমুদিনী।।
সরস না হয় সতী হেরে প্রাণেশ্বরে।
কুমুদিনী দিনে যথা নক্তে শশধরে।।
অম্বরে অধর অর্দ্ধ আচ্ছাদন করি।
গুরু জন কাছে থাকি গুমরে সুন্দরী।।

হয়ত সুযোগ কোন করিয়া সন্ধান।
দেখায়েছে প্রাণ নাথে প্রণয় নিশান॥
ছলা সহ বক্ষঃ বাস করি তিরোহিত।
স্থূলোন্নত স্তনযুগ অর্দ্ধ আববিত॥
বদন ছদনে হাস্য মাধূর্য্য পূবিত।
লজ্জার অধিক অংশ তাহে বিমিশ্রিত॥
আবাব তাহাতে বুঝি অপাঙ্গ ক্ষেপণ।
চৌদিকে চাহিয়া কথা সুধা বরিষণ॥
অপাঙ্গ ভঙ্গিমা আর ঈঙ্গিত করণে।
যে নারী সক্ষমা তার কি কায কথনে॥
ঈঙ্গিতেই ব্যক্ত যদি মনের বচন।
রসনার কাযে তবে কিবা প্রয়োজন॥
রমণীর হাব ভাব বুঝিযা লক্ষণে।
ধাইছে তাহার মন প্রণয় মিলনে॥
লোক লাজ ভয়ে তাহা দিবসে কি পাবে।
তপনে যাইতে অস্ত কহে বারে বারে॥
সংযোগীর ইচ্ছা, সূর্য্য প্রাতে অস্ত হয়।
বিয়োগীর পুনঃ উদে সায়ঙ্ক সময়॥
তপন কাহারো কিন্তু বিত্ত ভোগী নয়।
কে রাখিতে পারে তারে হইলে সময়?॥
অস্তের সময় দেখি নিস্তেজ তপন।
পৃথিবীর কাছে করি বিদায় গ্রহণ॥

আপন আবাসে আশু করিল গমন।
ডুবিল তিমির জলে জগত শোভন॥
তামসী তপন তাপ বিগত নিরখি।
ব্যাপিল জগতে লয়ে তারা তন্দ্রা সখী॥
এখনো প্রগাঢ় তমঃ নক্ষত্র সকল।
ব্যাপে নাই ভূমণ্ডল, নীল নভস্থল॥
হেনকালে সরলা সরল ভাবে অতি।
কহিল বিনতি করি সুরেশের প্রতি॥
অস্তগত দিবা দীপ তাপদ তপন।
নৈশিক নীলিমা রঙ্গে রঞ্জিল গগন॥
কুলায় নিলয়ে গত দ্বিজ কুল যত।
শর্ব্বরীর প্রিয় সখী সন্ধ্যা সমাগত॥
অসঙ্কোচে অনুজ্ঞা করুন মহাশয়।
অনুজ্ঞা সাপেক্ষ যাহা অভিরুচি হয়॥
কহিলেন যুবরায় সুমৃদু সুস্বনে।
সায়ন্তিক বন্দনাদি করিব এক্ষণে॥
এতেক বলিয়া ত্যজি অজিন আসন:
অচিরেই করিলেন গাত্র উত্তোলন॥
সরলা করিল প্রশ্ন গমন কোথায় ?।
উত্তরে সরসী কূলে কহিলেন রায়॥
সরলা কহিল কষ্টে নাহি প্রয়োজন।
এই খানে সকলি হইবে আয়োজন॥

অচিরেই পয়ঃ পূর্ণ পাত্র আনি দিল।
স্ববেশ কৌলিক মত কার্য্য সমাপিল ।।
ক্রমশঃ বাড়িল নিশা সৎ আলাপনে।
পরেতে বসিল রায় ভোজন ভাজনে।।
নানা বিধ মিষ্ট ফল স্বাদে সুমধুর।
সলিল শীতল সচ্ছ দর্শনে মুকুর ।।
পবিমিত পরিতোষে করিয়া ভোজন।
নির্দ্দিষ্ট শয্যায় রায় করিল শয়ন ।।
সরলাও মাতৃ গৃহে কবিয়া গমন।
আহারান্তে শয্যা তলে করিল শয়ন।

দাস সঙ্গমে।

নিশীথী-নীরব-সনে, নিদ্রাজাত অচেতনে,
সময়ে হইল অবসান ॥
চাড়িয়া কিবণ রথে, মাঘোনী মারুত পথে,
আসিয়া উদিল ভানুমান।।
দিক্ ব্যাপী তমোরাশি, হইল বিবর বাসী,
মৃদু হাসি বধুর বদনে।

পদ্মিনী ফুল্লিনী বনে, চক্রবাকী হর্ষ মনে,
বিয়োগিনী মুছিল নয়নে॥
জাগিয়া মানবগণ, নিজ কাযে দিল মন,
কেবল যুবক কতগুলি॥
কোমল শয্যার অঙ্কে, নিদ্রাযায় নিরাতঙ্কে,
আপন আপন কর্ম্মভুলি।
তাই বুঝি দর্বিমুখ, বিসর্জ্জিয়া মন দুঃখ,
ধরিয়া সুতান সুধাময়॥
বসিয়া বংশের শিরে, গাইতেছে ধীরে ধীরে,
"যুবার আলস্য ভাল নয়"॥
তাই বুঝি বুলবুলি, আহার বিহার ভুলি,
হয়ে অতি হর্ষিত হৃদয়।
বসি বৃক্ষ শাখোপরে, গাইছে আপন স্বরে,
"যুবার আলস্য ভাল নয়"॥
তাই বুঝি সদাগতি, ত্যজে বৃক্ষ নিবসতি,
বাতায়নে হইয়া উদয়।
মৃদু মৃদু ভাব ধরি, কহিছে আমোদ করি,
"যুবার আলস্য ভাল নয়"॥
তাই বুঝি ম্লেচ্ছ ঘরে, অতিশয় উচ্চৈঃস্বরে,
ঊর্দ্ধকণ্ঠে কুক্কুট নিচয়॥
আপন নিনাদছলে, জগত জনেরে বলে,
"যুবার আলস্য ভাল নয়"।

তাই বুঝি অলিগণে, যাইয়া কুসুম বনে,
কুসুমের কর্ণ মূলে কয়।
গুন্ গুন্ মিছে ভান, করে উপদেশ দান,
"যুবার আলস্য ভাল নয়" ॥
হেনকালে যুবরায়, নামিয়া বিভুর পায়,
আলস্যের আবাস শয়ন।
অবিলম্বে তেয়াগিয়া, হস্ত মুখ প্রক্ষালিয়া,
করিলেন বিদায় গ্রহণ ॥
সরলা বিরস আস্যে, অথচ নীরস হাস্যে,
কহিল বিনীত ভাবে অতি ॥
পুনরাগমন কালে, অন্তরের অন্তরালে,
যেন নাহি থাকি মহামতি ॥
শুনিয়া যুবক বর, করিলেন প্রত্যুত্তর,
সুযোগ সুবিধা যদি হয়।
অবশ্য আসিব পুনঃ, না হইবে নিষ্করুণ,
অবশ্য প্রকাশে নিঃসংশয় ॥
এতেক বলিয়া রায, মত লয়ে পুনঃ রায়,
অশ্বোপরে করি আরোহণ।
পৃষ্ঠ ভাগে কত বার, ক্ষেপিয়া দৃষ্টির ধার,
গম্য পথে করিল গমন ॥
প্রথমে অশ্বের তুণ্ড, শ্রবণ নয়ন কুণ্ড,
শিরোধি সম্মুখ পদদ্বয়।

ক্রমান্বয়ে পরে পরে, নয়নের অগোচরে,
গতির সহিত গত হয়।।
অচিরে অর্দ্ধেক কায়, দৃষ্টির অন্তরে যায়,
সুরেশের দেহ অর্দ্ধ সনে।
অদৃশ্য তৃতীয় ভাগ, নাশিয়া দৃষ্টির রাগ,
সুরেশ পড়িল অদর্শনে।।
পশ্চাতের পদ-ডানি, তৎপরে বামের খানি,
ক্রমশঃ হইল অন্তরিত।
ঘোটকের পুচ্ছদেশ, অদৃশ্য হইল শেষ,
সরলার সুখের সহিত।।
অদৃশ্য হইয়া রায়, সত্বরে চলিয়া যায়,
ছাড়ি কত বন নিরুপম।
সরলার কথা গুলি, হৃদয়ের দ্বার খুলি,
করিতে লাগিল গমাগম।।
কিঞ্চিৎ অন্তরে আসি, জন্মিল সুখের বাশি
হেরিয়া মানব এক জন।
সুদূর বশতঃ তায়, চিনিতে নারিল রায়,
অবয়ব কিন্তু পুরাতন।।
অশ্ব চালাইয়া বলে, কাছে আসি কুতূহলে,
কহিলেন সুরেশ তাহায়।
কি হেতু গিরীশ ধর, হইবারে অগ্রসর,
প্রেরিলাম প্রথমে তোমায়।।

সেই জন প্রত্যুত্তরে, কহিল সংযত করে,
ঘটে ছিল ব্যাঘাত চুস্তর।
ভ্রমণ পথ পদ বাধ্য, অত্যল্প আয়াস সাধ্য,
এই হেতু চাহিল অন্তর ॥
প্রত্যূষে ত্যজিয়া বাস, মন মাঝে মহোল্লাস,
চলিলাম; অশ্রান্ত চরণ।
ত্যজি রবি পূর্ব্ব পুরে, উদিল আকাশ উরে,
পশিলাম কাননে যখন ॥
তখন তপন কর, অগ্নি সম খরতর,
পৃথিবী জ্বলিছে দাবাসম।
শূকর মহিষ করী, নীরে দেহ মগ্ন করি,
শীতল করিছে পরিশ্রম ॥
তরুর নবীন দল, পেয়ে রবি করতল,
নম্র ভাব করেছে ধারণ।
কোমল কুসুম চয়, হইতেছে অপচয়,
রবি করে হইয়া দারুন ॥
নানা পশু দলে দলে, শীতল বৃক্ষের তলে,
অনুভব করে শান্তি সুখ।
পাখী সব শাখী পরে, গাইছে আপন স্বরে,
পক্ষিণীর মুখে দিয়া মুখ ॥
দেখিতে দেখিতে শোভা, সুখ প্রদ মন লোভা,
হেরিলাম সরঃ এক বনে।

প্রস্তরে রচিত তীর, টল টল করে নীর,
গন্ধ সহ সুমৃদু পবনে ॥
সেই সরোবর তটে, বকুল তমাল বটে,
পবম ভবন বাঁধিয়াছে।
মৃদু মৃদু ভাব ধরি, ভ্রমিছে বীজন করি,
শ্রান্ত পান্থ দুঃখী হয় পাছে ॥
সেই সরোবর কূলে, দীর্ঘ এক তরু মূলে,
ব্যাঘ্র এক শয়িত ভূতলে।
ভখিয়া উদর ভরি, বদন ব্যাদান করি.
নিদ্রা যায় অতি কুতূহলে ॥
পশু আদি করি হত, খাইয়াছে মাংস যত,
আছে কত জড়িত দশনে।
সেই পিশিতের আশে, ফিঙ্গক বসিয়া পাশে,
সুযোগ দেখিছে এক মনে ॥
হেরি ব্যাঘ্র ভয়ঙ্কর. রৌদ্র রসে কলেবর,
অচিরাৎ হইল পূর্ণিত।
আসি এক বৃক্ষতলে, দাঁড়ালাম বীরবলে,
আঁখি দ্বয় করিয়া ঘূর্ণিত ॥
তরুটি সরল অতি, সকল বৃক্ষের প্রতি,
দৃশ্যে বট বৃক্ষের সমান।
বড় বড় শাখাচয়, ব্যাপিয়া গগন ময়,
শোভিয়াছে বহু দূর স্থান ॥

যদ্রূপ পাদপ বর, স্থূল দীর্ঘ কলেবর,
পত্র কিন্তু নাহিক তদ্রূপ।
কেবল প্রশাখা পরে, দু চারিটি শোভাকরে,
সজীবের প্রমাণ স্বরূপ ॥

বৃক্ষতলে যেই ক্ষণ, করিয়াছি আগমন,
সেই কালে দুরন্ত শার্দ্দূল।
ত্যজি নিদ্রা ধরাসনে, চাহিয়া বিকটাননে,
হিংসিবারে হইল আকুল ॥

এক দৃষ্টে বহুক্ষণ, করি ক্রূর নিরীক্ষণ,
দিল এক লম্ফ দীর্ঘতর।
লম্ফে কম্পবান বন, টলিল পাদপগণ,
সচকিত পশ্বাদি নিকর ॥

আসি সেই বৃক্ষমূলে, বারম্বার পুচ্ছতুলে,
আঘাতিল বৃক্ষের চরণে।
গর্জ্জন গগন ভেদী, কটাক্ষ সাহস চ্ছেদী,
আকারে শমনে পড়ে মনে ॥

ক্ষত্রিয় যমের যম, বিশ্ব মাঝে অনুপম,
যাহাদের শৌর্য্য বীর্য্য বল।
অমর যাদের সনে, প্রবৃত্ত না হয় রণে,
শঙ্কাক্ষরে সময় সকল ॥

কাননের কীট এক, হয়ে গর্ব্বে অভিষেক,
তাহাদের করে জয় আশা।

দন্ত করি দাবানলে, মশক মৎকুণ চলে,
কীটাসুর পয়োধি পিপাসা ॥

করিবারে আক্রমণ, রক্তজপা দ্বিনয়ন,
ক্রমশঃ আইল সন্নিধানে।

ক্রোধে গ্রীবাদেশ বক্র, নয়ন কুলাল চক্র,
ঘূরিছে আনন মধ্য স্থানে ॥

অথবা বাষ্পীয় যন্ত্রে, কারুর কৌশল তন্ত্রে,
বিঘর্ণিত চক্র ধূম বলে।

কিম্বা চক্র সুদর্শন, ভ্রাম্যমাণ অনুক্ষণ,
অর্জ্জুনের লক্ষ্য বিদ্ধ স্থলে ॥

কাছে দাঁড়াইয়া খল, ক্রোধানল অনর্গল,
নিষ্কাশিছে নয়নের দ্বারে।

বারম্বার পুচ্ছদেশ, পাইছে আঘাত ক্লেশ,
আছাড়িয়া অবনী আধারে।

বুঝিয়া তাহাব চিত, বধোদ্দেশে উপনীত,
হইলাম নিকটে তাহার।

সুদৃঢ় মুষ্টিতে ধরি, শির দেশ লক্ষ্য করি,
করিলাম কুঠার প্রহার।

হইল মস্তক ছেদ, করিল মস্তিষ্ক ভেদ,
কুঠার পশিল মুগভারে।

রম্ভা তরু যথা শরে, পঙ্কে শেল পঙ্কান্তরে,
কিম্বা অসি পশে যথা নীরে ॥

শত ধারে অস্ত্রগলে, নগে যেন নদী চলে,
কিম্বা ধারা বরষে শ্রাবণ।
নির্জীব হইয়া বলে, পতিত পৃথিবী তলে,
অনাধারে পর্ব্বত যেমন॥
কাঁপিল মেদিনী হেন, নিতলে পশিবে যেন,
মৃত্যুর গর্জ্জন ভয়ঙ্কর।
সিকারে নিষ্ফল হয়ে, দুরাশার ফল লয়ে,
গেল খল শমন নগর॥
কহিলেন যুবরাজ, করেছ কর্ত্তব্য ক
অরি নাশ ক্ষত্রিয়েরি চাই।
অন্য জনে পুরস্কার, ক্ষত্রিয় যেজন তার,
বীরত্বের পুরস্কার নাই॥
ক্ষত্রী ভিন্ন কীট যত, সক্ষম করিতে হত,
এক জন ক্ষত্রীয় বালক।
কণা মাত্র হুতাশন, যেমন শালের ব,
ভস্মীভূত করিতে পারক॥
অরণ্য অধিপ হরি, শঙ্কা যারে করে করী,
বন্য পশু কুলের তিলক।
সম্মুখ সমরে তারে, অস্থির করিতে পারে,
ক্ষত্রী গৃহে জন্মিত মশক॥
কহিল গিরীশ ধর, সত্য হে কুমার বর,
কে পরাস্তে ক্ষত্রী বাহুবলে।

বল বীর্য্য সমুদায়, শোভিতে ক্ষত্রিয় কায়,
স্থজিত কেবল ক্ষিতিতলে ॥
ক্ষৌণী ক্ষত্রী ভোগীবারে, অস্ত্রাদির ব্যবহারে,
হইয়াছে লৌহের স্থজন।
কহিলেন যুবরায়, করিতে কি সদুপায়,
হস্তে না থাকিলে প্রহরণ ॥
সম্মান সহিত হাসি, কহিল শার্দ্দল নাশী,
ভুজ দণ্ড ধরি কি কারণ।
কৃপাণ নিকর হেন, প্রখর নখর কেন
কর শাখা করিছে ধারণ ॥
কহিলেন রায়বর, খল ব্যাঘ্র বধান্তব,
কোথা ছিলে বিগত নিশায়?
কহিল গিরীশ-ধর, না লইয়া অবসর,
আসিতেছি অবিশ্রান্ত পায়।
আপন অজ্ঞতা দোষে, অন্যএক বিঘ্ন কোষে,
পাইয়াছি দুঃখ গুরুতর।
চৌদিকে নৈশিক তম, করেছিল দিক্‌ভ্রম,
হয়েছিল বিষম দুষ্কর ॥
কহিলেন যুবরায়, একে বন নিশা তায়,
তাহে তম নিশী আবরণ।
কেন না বৃক্ষের তলে, পক্ষান্তরে কোন স্থলে,
নিশাকাল করিলে যাপন ॥

কহিল শার্দ্দল জয়ী, সত্য নিশা তমময়ী,
সত্য বন কুটিল বিশেষ।
সকলি সহিতে হবে, কার্য্যের সমাপ্তি তবে,
বিশেষতঃ প্রভুর আদেশ ॥
কহিলেন যুবরাজ, হেরিয়া তোমার কায,
হইলাম আনন্দিত অতি।
এই রূপে দুইজনে, নানা বিধ আলাপনে,
করিল গন্তব্য পথে গতি ॥

বীর বাক্য।

কাননে যাহার সনে সুরেশ সহিত।
হইল সাক্ষাতে নানা কথন কথিত ॥
পূর্ব্বেই তাহার নাম হইয়াছে উক্ত।
পাঠকের বোধ করি আছে স্মৃতি ভুক্ত ॥
সেই জন সুরেশের দাস এক জন।
উদয়ে যাইতেছিল কার্য্যের কারণ ॥
পথান্তরে সৈন্যগণ করিয়াছে গতি।
সুরেশের দ্রব্যজাত রূপস্তেদ কতি ॥

প্রযোজন সাধনীয। গিয়াছে তৎসনে।
সেই সব দ্রব্য জাত সতর্ক রক্ষণে॥
সুরেশের আজ্ঞা শিরে করিয়া ধারণ।
উদয়ে করিতে ছিল অগ্রিম গমন॥
তাহার বয়স প্রায় ত্রিংশত বৎসর।
অনুমেয় যুক্তিতে কোথায় স্থির তর॥
অঙ্গের গঠন কিছু খর্ব্ব পরিমাণ।
দেখিলেই বলী বলি হয় অনুমান॥
যদিও দেখিতে খর্ব্ব হেন কভু নয়।
মস্তকে প্রদিলে ছত্র ছত্র জ্ঞান হয়॥
রক্তে কৃষ্ণে বিমিশ্রিত শরীরের বর্ণ,।
নয়ন নাসিকা হতে ঠেকিয়াছে কর্ণ॥
নাসিকা কিঞ্চিৎ নিম্ন বক্র অগ্রভাগ।
আছে তায় গুটি কত বসন্তের দাগ॥
নাসাটি এমন নহে নিম্নে নত বান।
সমভূমি সম বোধ হয় সেই স্থান॥
ওষ্ঠাধর স্থূল কিছু, ছোট বিলক্ষণ।
হয় নাই দশনের পূর্ণ আচ্ছাদন॥
দন্তগুলি স্বভাবত উচ্চ অতিশয়।
জোব করি ওষ্ঠাধরে ঢাকিবার নয়॥
মুখ খানি মন্দ নয় নহে চমৎকার।
গোল হতে বাড়া কিছু লম্বার আকার॥

হরিণেরো মত লম্বা নহে কদাচন।
শার্দ্দূলেরো মত নহে সুগোল গঠন।।
ওষ্ঠোপরে ওষ্ঠকেশ শোভিছে সুন্দর।
গণ্ড স্থলে নিপতিত শিখব নিকব।।
মার্জ্জনীরো মত দৃঢ নহে শ্মশ্রু কেশ।
চামরেরো মত নহে কোমল বিশেষ।।
অরুণ উষ্ণীষ শিরে ঢাকিয়া চিকুর।
মস্তকেব ক্ষুদ্রতার দৃশ্য করে দূর।।
গ্রীবা কিছু খর্ব্ব কিন্তু সুগোল গঠন।
যে হলে হইত চারু নহেক তেমন।।
বিশাল উরস্ স্থল নিম্ন মধ্যস্থান।
দুপাশের মাংস পিণ্ড বিভাগে সমান।।
বাহু দণ্ডে দেখা যায় বলের লক্ষণ।
জাঘনী অবধি তাব সীমা নিদর্শন।।
হস্তের অঙ্গুলী গুলি নহে কৃশ, স্থূল।
দীর্ঘতার পরিমাণে কিছু অপ্রতুল।।
জঙ্ঘা হতে ক্রম-কৃশ পদের গঠন।
শিরঃ তুলি আছে তায় শিরা অগণন।।
সুবেশ সম্বোধি তারে গর্ব্বিত বচনে।
কহিলেন ঊর্দ্ধে তুলি আরক্ত নয়নে।।
কি বল গিরীশধর কেবা হেন জন।
নিজ মুখে পণ করি না করে পূরণ।।

উদয়ের অধিপতি মারুত প্রবরে।
সাহায্য করিতে পূর্ব্বে যবন সমরে।।
প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল দিবে পুরস্কার।
এক শত তোপ চারি শত তরবার।।
না করিয়া নিজ কৃত প্রতিজ্ঞা পূরণ।
কহিয়াছে বহুবিধ দর্পের বচন।।
শমন সোদর সম সুদীর্ঘ কৃপাণ।
এখনো ধূলিকা চূর্ণে লয় নাই স্থান।।
এখনো প্রচুর রূপে আছে বাহু বল।
বহিছে তারুণ্য অস্র ধমনী সকল।।
ভাসিছে কার্ম্মুক চয় গুণ গরি মায়।
মনগামী শরকুল ফলক বিভায়।।
এখনো শৃগাল শুনি গৃধিনী নিকর।
মৃত দেহে করে নাই পূর্ণিত উদর।।
উঠে নাই রক্ত বিন্দু বায়স অধরে।
কি হেতু হইব তবে নিশ্চেষ্ট সমরে।।
বহুদিন কোষ স্থিত আসি খরশাণ।
অরির প্রচুর রক্তে করে নাই স্নান॥
হইয়াছে ভুজদণ্ড অতীব অধীর।
অরির শিরের সহ চূর্ণিতে শরীর।।
বহু দিন শর শিখ, বিজলী সমান।
বক্ত্র রবে বৈরি বুকে লয় নাই স্থান।।

নাচিছে প্রমোদ হর্ষে প্রমত্ত চরণ।
দেহ সহ শত্রু শির করিতে দলন॥
বহু দিন অভিলাষী শবাহারিগণ।
নীরোগে মৃতের মাংস করিবে ভক্ষণ॥
সকলেরি পূর্ণ সাধ করিব সমরে।
কাঁপাইব মহীতল বীর পদ ভরে॥
বহাইব রক্ত স্রোত কল কল স্বরে।
বাড়াইব সিন্ধু সংখ্যা সপ্তধা ভিতরে॥
কহিল গিরীশধর মারুত ভূপাল।
কহিয়াছে হেন কিবা গরিমা মিশাল॥
কহিলেন যুবরাজ বহু দিন গত।
গিয়াছিল এক জন দূত মনো-মত॥
উদয় অধিপ স্থানে লইয়া লিখন।
লিপিবদ্ধ ছিল তাহে পণের বচন॥
প্রত্যাগত হইয়াছে সেই বার্ত্তাবহ।
উল্লিখিত পত্রিকার প্রত্যুত্তর সহ॥
লিখিয়াছে দর্প সহ মারুত বিবাদী।
বহু নিষ্পীড়নে নিম্বু হয় তিক্ত স্বাদী॥
এই হেতু বারম্বার করি নিবারণ।
আর যেন না তুলেন পণের বচন॥
যদ্যপি ত্রিলোক রায় চাহেন মঙ্গল।
নীরবে করুণ রাজ্য সহিত কুশল॥

লিখনে প্রভাবে তাব ত্রিলোক ভূপাল।
হইবেন সশঙ্কিত ; শুনিতে জঞ্জাল ॥
বীজনী বাতাসে ব্যস্ত হইবে বারণ।
লূতা তন্তু জালে বদ্ধ দ্বিবদ-দাবণ ॥
মূষেব গুরুত্বে ব্যাঘ্র হইবে অজ্ঞান।
রোধিবে তরল ঘন বজ্র বেগবান ॥
কাঁপিবে হিমাদ্রি দেহ মৃদুল পবনে।
টলিবে অসীম ধরা মক্ষিকা চরণে ॥
বিন্দু নীবে দাবানল হইবে নির্ব্বাণ।
খদ্যোত কিরণে শুষ্ক হবে দ্বীপ বান্ ॥
কহিল গিরীশ ধর মারুত পামর।
নীচ হয়ে কহে হেন বাক্য উচ্চতর ॥
হীনাঙ্গ ভেকের শিশু পল্বল নিলয়।
দেখাইছে মাতঙ্গেরে প্রহারের ভয় ॥
যে তৃণ মৃমৃদু বাতে উড়িয়া বেড়ায়।
চরণে দলিত হয় পড়িলে ধরায় ॥
সেই তৃণ শাল বৃক্ষে করি হেয় জ্ঞান।
গর্ব্বিত হইয়া কহে নিন্দার আখ্যান ॥
যে গোষ্পদ ঘৃণাস্পদ ক্ষুদ্র আয়তন।
মৎকুণ সক্ষম যারে করিতে লঙ্ঘন ॥
সেই গোষ্পদের ঊর্ম্মি একতঃ বিস্ময়।
আবার তাহাই হেরে সাগর সভয় ॥

কীটের বিষ্ঠায় জাত বল্মীক ইতর।
হইতে বাসনা করে, সম ধারাধর ॥
অসম্ভব বাক্য আর বিকৃত আকার।
দেখিতে শুনিতে হয় হাস্যের আধার ॥
সুগভীর মুখ ভঙ্গে কহিলেন রায়।
দুর্ব্বলেরা অধিকাংশ প্রবল কথায় ॥
সাহসের বাক্য মুখে বহে ঘোরতর।
শরতের মেঘ সম মাত্র আড়ম্বর।
অপ্রমেয় অসঙ্গত বচন নিচয়।
কখন সে বাক্য কার্য্যে পরিণত নয় ॥
উদয়ের ভূমিপাল মারুত পামর।
বল হীন তাই কহে বাক্য ভুবঙ্কর ॥
কহিল গিরীশধর সত্য মহাশয়।
দুর্জ্জনে দমন করা বিহিত নিশ্চয় ॥
এই রূপ দুই জন নানা আলাপনে।
যাইল উদয়পুর সমর প্রাঙ্গণে ॥
পশিলেন রায় নিজ পক্ষীয় শিবিরে।
সম্মান সূচক তোপ গর্জ্জিল গভীরে ॥
সম্মান সমাপ্তি সহ দিনেশ তপন।
সমাপ্তিয়া নিজ কার্য্য করিল গমন ॥

রণ সঙ্কুলে।

পর দিন সুবেশের শিবির ভিতর।
সাময়িক আয়োজনে সকলি তৎপর॥
শিবিরের দ্বারদেশে রক্ষী অগণন।
নগ্ন অস্ত্রে নির্ব্বিঘ্নতা করিছে জ্ঞাপন॥
ব্যায়াম করিছে মল্ল ব্যায়াম প্রাঙ্গণে।
ক্রম হেরে শমন স্বমনে শঙ্কাগণে॥
অস্ত্রে অস্ত্র ক্রীড়া করে অস্ত্র ধারিগণ।
ধনুঃ করে ধন্বীকরে শরব্য ভেদন॥
শাণিত আয়ুধ কত শোভে অস্ত্রাগারে।
প্রভায় প্রভাত কর ক্ষুরধার ধারে॥
নীলীমাঙ্গ করী কত গিরি তুলনায়।
পৃষ্ঠেতে প্রবেণী শোভে বিজলী বিভায়।
আশুগ তুরগ কত ধরিয়া পর্য্যাণ।
চর্ব্বণ করিছে বিট হয়ে গর্ব্ববান॥
কোন স্থানে যোধগণ সৈনিক নিয়মে।
করিছে চরণ ক্ষেপ অনুমতি ক্রমে॥
ধাবিত হতেছে কভু কখন ঘূর্ণিত।
উত্তোলিছে স্ব স্ব অস্ত্র রীতির বিহিত॥
কত শত যোধীগণ মিলি সমাকারে।
মহানন্দে নিমগন আহার বিহারে॥

অচিরেই আহারাদি করি সমাপন ;
শৃঙ্খলা করণে সবে হইল মগন ॥
পাঠাইয়া দিল বার্ত্তা মারুত অধিপে।
সসৈন্যে আসিতে আশু সমর সমীপে ॥
সংবাদ শ্রবণ করি উদযের পতি।
আঘাতিত অহি শিশু সম ক্রোধী অতি ॥
লইয়া আপন সৈন্য আসিযা অচিরে।
পশিল সমর ক্ষেত্রে সজ্জিত শরীরে ॥
সুবেশের সৈন্যগণ সুশোভিল সাজে।
অস্ত্রসহ নিষাদী উঠিল গজরাজে ॥
ঘোটকে উঠিল সাদী লইযা কৃপাণ।
স্যন্দনে উঠিল রথী সহ ধনুর্ব্বাণ ॥
বাজিতে লাগিল বাদ্য উৎসাহ বর্দ্ধক।
নাচিতে লাগিল হস্তী সহ হস্তী পক ॥
কুঞ্চিত বসনাবৃত বাহু যোধিগণ।
সিংহের সমান গর্জ্জী আকারে শমন ॥
শাক্তিক, কৌন্তিক, খড়্গী, পরশু হেতিক ;
কবচী, যাষ্টীক, চর্ম্মী, শূলী, আয়ুধিক ॥
সকলেই স্ব স্ব অস্ত্রে ভূষিত হইয়া।
সাজিল সাধিতে রণ উৎসাহে মাতিয়া ॥
নির্গোলক, শঙ্কাপ্রদ তোপ কতিপয়।
গর্জ্জন করিল ঘোরে ব্যাপিয়া দিঙ্ময় ॥

বাজিল শঙ্কেত তূর্য্য স্তমিত নিস্বনে।
দাঁড়াইল যোধগণ আবলী বন্ধনে ।।
পশ্চাদগ্র নহে কেহ শিক্ষার প্রয়াসে।
রোপিত পাদপ যেন পদবীর পাশে ।।
নিনাদিল তোপ এক দেহ শিহরণ।
অশনি সন্নিভ স্বনে স্তব্ধ অশ্বগণ ।।।
নিস্বনিল প্রতিশব্দ পর্ব্বতে, কাননে।
জন্মিল চমক ভম ভীরুকের মনে ॥
জ্বলন্ত অঙ্গার নিভ লৌহের গোলক।
ছুটিল মানস্ বেগে হইয়া নাশক ।।
এককালে সজোরে বাজিল তূর্য্য দ্বয়।
চারি অংশে দাঁড়াইল সৈন্য সমুদয় ।।
সমর স্থলের এক পার্শ্বে তূর্য্যধারী।
বামপাশে লম্বমান তীক্ষ্ণ তরবারি ॥
এক গাছি স্থূল সূত্র–সম উপবীত।
নিবদ্ধ তাহায় তূর্য্য পিত্তল নির্ম্মিত ॥।
পূর্ব্বমত বারেক করিল তূর্য্যনাদ।
পক্ষীয় সৈন্যের ঠার, বিপক্ষ বিষাদ ॥
আবার হইল ঘোর তূর্য্যের নিস্বন।
পশ্চাদগ্রে দাঁড়াইল অস্ত্রধারিগণ ।।
আবার একটি তোপ দম্ভোলী সমান।
শত্রুর উদ্দেশে বেগে করিল প্রস্থান ॥

আবার সজোরে হলো তূর্য্যের নিস্বন!
বহু অংশে বিভক্ত হইল সৈন্যগণ॥
একবারে ছুটি তোপ গভীর গর্জ্জনে;
প্রদিল শ্রবণে দুঃখ, প্রভায় নয়নে॥
পুনশ্চ চারিটি শব ত্যজে শবাসন।
সস্বনে গগন মার্গে করিল গমন॥
এক জন যোধ লয়ে ভীষণ কৃপাণ।
শত্রুর শিখর দেশ করিল সন্ধান॥
কিন্তু না করিতে তার শির বিদারণ,
আঘাতের অগ্রেই সতর্ক সেই জন॥
রক্ষিয়া আপন প্রাণ দিতে প্রতিশোধ।
উত্তোলিল তীক্ষ্ণ অসি করি মহা ক্রোধ॥
প্রক্ষেপিল লক্ষ করি বিপক্ষের শিরে।
না থাকিলে বর্ম্ম তারে নাশিতে অচিরে॥
সন্নাহে ঠেকিয়া অসি ভাঙ্গিয়া সবলে।
ব্যবহার হীন হয়ে পড়িল ভূতলে॥
এই মত কিছু ক্ষণ সমরের পরে।
প্রথম যুবক যোধী গেল যম ঘরে॥
যদিও দ্বিতীয় যোধ পাইল জীবনে।
অকর্ম্মণ্য বল হীন হইল দারুণে॥
কে বলিতে পারে সেই যোধান সুন্দর।
সক্ষম না হবে পুনঃ করিতে সমর॥

হযত সয়রে সুস্থ হয়ে সেই জন।
হরষে করিতে পারে অরি নিপাতন॥
নযত ঘাতজ ক্লেশে যাবে যম বাস।
মানবের অগোচর ভবিষ্যৎ ভাষ॥
পুনশ্চ তুর্য্যের ধ্বনি ভেদিল শ্রবণে।
আরো দুটী তোপ হলো গভীর নিস্বনে॥
লৌহের জ্বলন্ত গোলা অন্তক আকাব।
পশিয়া অরির মাঝে হইল বিদার॥
তন্মধ্য হইতে বহু সংখ্যক গোলক।
নিষ্কাশিয়া দশ দিকে হইল ধাবক॥
একজন পর্শুধারী ক্ষীণাঙ্গ প্রবীব।
ছেদিল স্থূলাঙ্গ এক অরির শরীব॥
স্থূলাঙ্গ হইলে পরে বলী যদি হয়।
কবী তবে অরণ্যের রাজা কেন নয॥
গাঢ ঘন সম তার প্রকাণ্ড মূরতি।
করী না হইয়া কেন হরি পশুপতি॥
তোপের ভয়দ শব্দে স্তব্ধ সমুদয়।
নাদিল নীরদ সম দ্বিরদ নিচয়॥
তুরঙ্গের হেষা-রব চৌদিকে ঘোষিল।
ধরাসহ দশ দিক্ চমকি উঠিল॥
বাজিতেছে রণতালে বাদিত্র নিচয়।
সকলেই উৎসাহিত নির্ভীক হৃদয়॥

সাদিগণ দন্তালিকা কবি করতলে।
ঈঙ্গিতে ফিরায অশ্ব সুশিক্ষাব বলে।।
মুহুর্মুহু তোপচয কবিছে গর্জ্জন।
কাঁপিছে সমব স্থল সহ প্রাণিগণ॥
বিনির্গত ধূম পুঞ্জে ঘোর অন্ধকাব।
মধ্যাহ্নে কুহেলী যেন ঘেরিল সংসাব।।
উবোগ রসন সম অসি খরশান।
অথবা অনল শিখ, তেজে তেজঃবান।।
বাহিব হইল ত্যজি পিধান আগার।
প্রভাতিয়া ধূম কৃত ঘোব অন্ধকাব॥
ভেদিযা তিমিব পুঞ্জ তপন যেমন।
উদয অচলোপবি দেয় দবশন।।
হইল আঁধাবে প্রভা অধিক উজ্জ্বল।
তিমির নিবড়ে যথা জ্বলন্ত অনল।।
প্রভাতিল অস্ত্রপুঞ্জ অস্ত্রের কিবণে।
সচ্ছ কর্ক যথা অর্ক কর পরশনে।।
বাঁকাইযা গ্রীবাদেশ ধনুর্দ্ধারিগণ।
শত্রুব উদ্দেশে শর করিল ক্ষেপণ।।
শাণিত শিখব শর স্বন স্বন স্বরে।
শমন সোদর হয়ে উড়িল অম্ববে॥
ভেদিল শত্রুব দেহ তীব্র প্রহবণে।
বাহির হইল অস্ত্র লইয়া জীবনে।।

শক্র শিব লক্ষ্য করি শাক্তিক নিচয়।
প্রহারিল শক্তি অস্ত্র অব্যর্থ নিশ্চয়॥
কত যোধ সেই ঘায় ত্যজিল পরাণ।
কারো শিরে প্রবেশিল নিশিত কৃপাণ॥
অই দেখ এক জন যুধান সুন্দর।
গদার প্রহারে গেল শমন নগর॥
অই দেখ যুবা যোধ আরো এক জন।
ভল্লের অব্যর্থাঘাতে ত্যজিল জীবন॥
কোথায় সুরেশ! বুঝি পাঠক প্রবর
জানিবারে সমুৎসুক ব্যাকুল অন্তর।
চাহিয়া দেখুন অই অশ্বের উপরে।
সমরের প্রাঙ্গণের কিঞ্চিৎ উত্তরে॥
দাঁড়াইয়া স্থির দৃষ্টে হয়ে চিন্তাকুল।
নয়নের পলকের পূর্ণ অপ্রতুল॥
অই যে উদয়পুর সৈন্যের মাঝারে।
অস্ত্র হস্তে কামিনীটি বিদ্যুৎ আকারে॥
ধরণী সহিছে যার নয়ন সন্ধান।
লক্ষণে জানায় যেন চঞ্চল পরাণ॥
ভাবে বোধ হয় যেন উভয়ি অধীর।
আধার কাঁপিলে যথা আধেয় অস্থির॥
মারুত পক্ষীয় অই রমণী রতন।
করিয়াছে সুরেশের পলক হরণ॥

ধনুকেব গুণ সহ সুরেশেব মন।
অই দেখ কামিনী কবিল আকর্ষণ॥
শব নিক্ষেপের সহ কটাক্ষ ক্ষেপণ।
ভঙ্গিমার সহ দেখ করিল কেমন॥
কলম্ব শরব্য জনে কটাক্ষে সুরেশে।
ব্যথিত করিল অতি আঘাত বিশেষে॥
শরব্য জনের প্রাণ সুবেশের মন।
সুতীব্র ক্ষেপণে নাবী কবিল হবণ॥
কামিনীর এলাইত কেশের সহিত।
সুরেশেব মন প্রাণ হইল জড়িত॥
স্থিব দৃষ্টি যদি হয় প্রীতির লক্ষণ।
অনুবাগ করে ব্যক্ত প্রশংসা বচন॥
অবনত মুখে যদি মৃদু মৃদু হাসি।
সংসাব মাঝারে হয় প্রণযের ফাঁসি॥
অসাব অন্তর যদি হয প্রেমদাস।
কামনাব স্বামী যদি হয় দীর্ঘশ্বাস॥
প্রেম-হেতু যদি হয় এই সমুদায়।
তবেইত অনুবাগ লক্ষণে জানায়॥
বিবেচিয়া লইবেন পাঠক সদয়।
কাবণ আমরা বড় বহুদর্শী নয়॥
আমাদের কাছে প্রেম লক্ষণ নিকর।
স্বপনের ভবিষ্যৎ কাল অগোচর॥

আমরা বক্সের মত রসিক বিশেষ।
দাক পুত্র সম বক্তা চতুবে নির্দ্দেশ ॥
সহজেই বুঝিবেন পাঠক চতুর।
আমাদের প্রেমে সত্ত্ব আছে কত দূব ॥
পাঠক হবেন যদি সলিল সমান।
সবল হৃদয়, আর বসিক প্রধান ॥
বহুদর্শী, দূবদর্শী স্বভাব সমান।
কালের সমান যদি হন জ্ঞানবান ॥
ভুক্ত ভোগী হন যদি সংসারের মত।
হইবেন তবেই বিশেষ অবগত ॥
প্রেমে আমাদের আছে স্বত্বাস্বত্ব কত।
তানাহলে হইবেন কিসে অবগত ॥
আবার চাবিটি তোপ মিলিত নিস্বনে।
কবিল গর্জ্জন ভীম ভেদিযা গগণে ॥
গৃহস্থের গৃহস্থিত কাংস্যের ভাজন।
সভযে কাতরে যেন কবিল ক্রন্দন ॥
নির্বাত তড়াক কূলে লহবী উঠিল।
চমকিয়া তরুগণ পত্র বিসর্জ্জিল ॥
উভয় পক্ষীয় সৈন্য উন্মত্ত দারণে।
মবিতে ভূতলশায়ী কত শত জনে ॥
সকলেই জ্ঞান হীন তুমুল সমব।
জীবন ত্যজিতে কেহ নহেক কাতব ॥

কত শত ভীম যোদ্ধৃ ব্যহ ভেদ করি।
বিশৃঙ্খল রণে মত্ত,-প্রমত্ত কেশরী ॥
পড়িছে অগণ্য শির অসির আঘাতে।
বিশুষ্ক পাদপ পত্র পড়ে যথা বাতে ॥
পড়িছে অগণ্য দেহ ভূতল শয়নে।
কচ্বীর ভুরুহ যথা ছুরিকাচ্ছেদনে॥
নিবৃত্ত হইল রণ ক্ষণেকের তরে।
তোপ নিচয়ের ধূম উঠিল অম্বরে॥
নির্ম্মল সমরস্থল লোহিত বরণ।
দেখা গেল্ কত যোধ বর্জ্জিত জীবন॥
বিয়াছে মারুক্তেব যোধান নিকর।
যদিও অগণ্য নহে তথাপি বিস্তর॥
সুরেশ পক্ষীয় সৈন্য অগণ্য সংখ্যায়।
মহাঘুমে অচেতন ধরণী শয্যায়॥
মরিয়াছে অস্ত্রী কত কে গণিতে পারে।
স্তূপাকার ব্রীহি যথা প্রান্তর মাঝারে॥
অথবা নক্ষত্রপুঞ্জ নৈশিক আকাশে।
নির্ম্মল শরতে যথা অগণ্য প্রকাশে॥
কাহার দক্ষিণ হস্ত হীন একবারে।
কাহার অবশ প্রায় পরশু প্রহারে॥
কাহার জাঘনীদ্বয় জীবন সহিত।
এক কালে দেহ হতে হয়েছে অংশিত॥

* ৬ *

ভূমিতলে নিপতিত অসংখ্য আঘাতী।
শবের সহিত সবে অন্তঃশয্যা পাতি॥
করিছে মুমূর্ষুগণ সখেদে ক্রন্দন।
শুশ্রূষা করিতে তথা আছে কোন্ জন॥
হয় ॅ যুধান কোন আসিবার কালে।
আলিঙ্গিয়া ভার্য্যাধনে বাঁধি করজালে॥
বলিয়াছে সম্বোধিয়া শঙ্কা নাই সতি!
রণজয়ী হয়ে আশু আসিব বসতি॥
এবে সে শত্রুর করে হয়ে মৃত প্রায়।
স্মরিয়া পূর্ব্বের কথা ধরণী লোটায়॥
পৃথিবীর লীলা খেলা করিয়া নিঃশেষ।
অগত্যা যাইতে হলো শমনের দেশ॥
কোথায় যুধান কোন পিতৃপদ প্রিয়।
সেবিনা নাহিক তার সোদর দ্বিতীয়॥
ভাবিয়া স্থবির তাতে অস্থির অন্তর।
দীর্ঘশ্বাস দুঃখ চিহ্ন ঘোষে নিরন্তর॥
কোথা বা আঘাতী যুবা অরুণের মত।
আনন অবনী তলে করি অবনত॥
স্মরিয়া সর্ব্বের সার জননী রতনে।
বিলাপিছে সকরুণে সজল নয়নে॥
কোথা গো জননি! তুমি করুণা আধার।
তব অঞ্চলের নিধি নিধন আকার॥

কত যে যাতনা সহি করেছ পালন।
তার শোধ শুধিতে নারিল অভাজন॥
অকালে কালের গৃহে এই চলে যাই।
এসব সম্বাদ মাত! কিছু জান নাই॥
কোন স্থানে যোধী কোন জায়ার অধীন!
সংঘাতিক শস্ত্রাঘাতে বদন মলিন॥
এখনি যাইবে ভীম যম অধিকারে।
তবু কি প্রিয়ার প্রেমে পাসরিতে পারে॥
কান্তা সম্বোধিয়া কত কহিছে কাতরে।
চকোর কেমনে ভুলে শশী সুধাকরে॥
কেমনে ভুলিব প্রিয়ে! তব চন্দ্রানন।
হৃদয় আধারে আছে তুলীর লিখন॥
মুদিলে নয়ন তব মূর্ত্তি পড়ে মনে।
চাহিলে তোমার ছায়া পাই দরশনে॥
শশাঙ্ক রবির দিকে চাহি বহুক্ষণ।
দিগান্তরে ফিরাইয়া লইলে লোচন॥
যেমন অলীক মূর্ত্তি পায় দরশনে।
তেমনি তোমারে সদা হেরি বরাননে॥
কতই করিছ মনে মম জয় আশা।
বিপদেরে বপুঃবাসে না দিতেছ বাসা॥
ভাবিনীর ভবে ধব বিভব অতুল।
স্বামিজ সুখের সিন্ধু অতল অকূল॥

হাবাইলে সেই পতি জনমের মত।
স্বপনেও বিপদেরে নহ অবগত ॥
ধরিয়া কাহার কণ্ঠ কলকণ্ঠ স্বরে।
বলিবে বচন বৃন্দ বিনোদ অধরে ॥
শ্রবণ বিবরে শুনি ব্রীড়ার বচন।
ক্রীড়া ছলে কার কর করিবে পীড়ন ॥
আননিক ক্রোধে কারে যত্ন সহকারে।
প্রিয় চিহ্ন দেখাইবে প্রণয় প্রহারে ॥
বড়ই বাসনা ছিল অন্তর অন্তরে।
মরিব তোমার অঙ্কে অতীব আদরে ॥
এবে সে বাসনা হল অন্তরেই ক্ষয়।
জীবন লহরী যথা জীবনে বিলয় ॥
উদ্দেশে তোমার পাশে চরম সময়ে।
এই মম আকিঞ্চন রাখিও হৃদয়ে ॥
অবোধ বালক সেই ভিখারীর ধন।
সর্ব্বদা করিও তারে সস্নেহে যতন ॥
অথবা তোমারে বলা বাহুল্য নিশ্চয়।
আমার অপেক্ষা স্নেহ তোমার কি নয়? ॥
জিজ্ঞাসিলে মম কথা নির্বারি নয়নে।
বলিও, বিনতি সেই ভিখারী রতনে ॥
বিদেশে তোমার পিতা গিয়াছেন ধন।
আসিবেন আশু তুমি করোনা ক্রন্দন ॥

বলিতে বলিতে যোধ ত্যজিল পরাণ।
অবনীব দুঃখ তাব হলো অবসান।।
কোন স্থানে যোধ কোন খর খড়্গ ঘায।
বিলাপ করিছে কত মৃত্যু যাতনায॥
আহা কেহ অশ্রুপূর্ণ মুদ্রিত নয়নে।
প্রাণ আশা বিসর্জ্জিয়া কি ভাবিছে মনে।।
অনুমানে মনে এই অনুমান হয়।
ভাবিযা মৃত্যুব ভয ভাসিছে হৃদয।।
অথবা অন্তিম কালে পড়িযাছে মনে।
দারাসুত পিতা মাতা পবিবার গণে।।
যদিও ভার্য্যার ভাব ভাবিতে শীতল।
কিন্তু তাহা দগ্ধ প্রাণে ববষে অনল॥
দগ্ধ শঙ্খ চূর্ণে যথা প্রদিলে কমল।
শীতল না হয়ে আরো উদ্গারে অনল।।
অথবা অত্যুষ্ণ তৈলে সলিল সিঞ্চন।
শীতল না হয়ে আরো বাড়ে হুতাশন।।
তেমনি যোধের দুঃখ হইল প্রবল।
ভাবিযা ভার্য্যার গুণ-প্রণয় নির্ম্মল।।
কোথায় শৃগাল শুনি শবাহারী প্রাণী॥
শব লয়ে সবে কত কবে টানাটানি।।
বহিছে রক্তের স্রোত সমর প্রাঙ্গণে।
শোক শঙ্কা বিরাগতা জন্মে দরশনে।।

তথাপিও ক্ষান্ত নহে সৈন্য সমুদয়।
ভয়ানক দেখি তবু নির্ভয় হৃদয় ।।
পুনশ্চ বাঁধিল রণ বাজিল বাজন।
জীবন পবন সত্ত্বে ক্ষান্ত কোন জন।
দাঁড়াইল বীরগণ হয়ে অস্ত্র পাণি।
বলিয়া বদনে ঘন উৎসাহের বাণী।।
পুনশ্চ সমর স্থল ঘেরিল আঁধারে।
বাধিল তুমুল রণ ভীষণ প্রকারে।।
মাতিল বীরেন্দ্র বৃন্দ বিষম সমবে।
জয় পরাজয় হলো বহুক্ষণ পরে।।
স্থবেশের সৈন্যদলে হলো পরাজয়।
জেতা দলে নির্ঘোষে ঘোষিল রণজয়।।
বাজিতে লাগিল বাদ্য বিজয়সূচক।
উড়িল আকাশে কেতু জয় প্রকাশক।।
জেতার জগতে সুখ সকলি সম্ভবে।
বিজিতের বিষ বোধ বিষয় বিভবে।।
জেতার গরিমা সহ জয় জয় নাদ।
নির্জ্জেতার নিম্নে নেত্র বদনে বিষাদ।।
অবশিষ্ট সৈন্যগণ সহিত স্থবেশ।
বন্দী ভাবে করিলেন কারায় প্রবেশ।।
পাঠক! এমন যেন নাহি হয় মনে।
স্বইচ্ছায় পশিলেন কারা নিকেতনে।।

যুবরাজ বহুক্ষণ করিয়া বিদাব।
হইলেন বল হীন প্রহরণ আব ।।
এই হেতু বন্দী হয়ে অবি করতলে।
পশিলেন কারাগারে নৃপ আজ্ঞাবলে ।।
অগণ্য সংখ্যক ভীরু আজারো প্রয়াসে
হবিবে করিতে বদ্ধ পারে রজ্জু পাশে ।।
নীবব সমব স্থল নভঃ হেনকালে।
জড়িত হইল ঘোর জলদের জালে ।।
ক্ষণে ক্ষণে ক্ষণ প্রভা নীবদেব কোলে।
অস্থিরা হইল অতি স্বভাব হিল্লোলে ।।
গুরুজন উক্ত বধূ স্বামী নাম শুনে।
বিহাস অস্থির তার হয় কত গুণে ।।
কত অস্থিরতা তার জনমে লজ্জায়।
সম্পার সহিত নহে সম তুলনায় ।।
পাঠক নিকটে হযে ক্ষমার যাচক।
এক দিন এইমাত্র বলিতে পারক ।।
পাঠকের প্রাণসমা প্রিয়ার নয়ন।
যদ্যপি চঞ্চল হয মনেব মতন ।।
একবার চঞ্চলতা চপলার সনে।
তুল্য কবি দেখিবেন মিলিবে মিলনে ।।
লজ্জাশীলা রমণীরো অপেক্ষা অবনী।
হইল নিরদ বস্ত্রে আবৃতা বদনী ।।

সম্পাব বিরুদ্ধ দিকে করিয়া গর্জ্জন।
নাদিতে লাগিল ঘন দেহ শিহরণ ৷৷
উঠিল ভীষণ বাত্যা শন্ শন্ ববে।
আকুল হইল তায় মহীরুহ সবে।।
শিরনত করি ভূমে পড়ে বার বাব।
যেন ভীম প্রভঞ্জনে কবে নমস্কার ॥
শুনা গেল অদূবে করিয়া মিত ধ্বনি।
অসার পাদপ এক পড়িল ধরণী ॥
ক্ষণ পরে নীরধাবা হইযা বর্ষণ।
শিথিল করিয়া দিল মূলেব বন্ধন ৷৷
পড়িল অনেক তরু ভূতল শয়নে।
হারাইল কত শাখী শাখা আভাবে ৷৷
ক্ষণ পরে বাত্যা বাবি হইল বিলয।
নিস্তব্ধ হইল বিশ্ব স্থির বৃক্ষ চয ৷৷
কেবল তরুর পত্রে পতিত জীবন।
টপ্ টপ্ ববে ভুমে হতেছে পতন ৷৷
প্রতিবাসী তরুসব ভূমে নিপতিত।
মৃত্যুব লক্ষণ সবে হতেছে লক্ষিত ৷৷
তাই যেন শোক দুঃখে হইযা মগন।
অন্যান্য পাদপচয় কবিছে ক্রন্দন ৷৷
সমবেব স্থূল বুঝি হেরিযা ভীষণ।
স্বভাব করিল দুঃখে অশ্রু বিসর্জ্জন ৷৷

বাত্যা দীর্ঘশ্বাস নীর নয়ন জীবন।
ক্রন্দনের মহাশব্দ মেঘের গর্জ্জন॥
সমবের ফলাফল জানিতে তপন।
তাই বুঝি অপেক্ষিয়া ছিল এতক্ষণ॥
দেখিয়া সমব শেষ নামি অস্তাচলে।
চলিল ডুবায়ে বিশ্ব তমরূপ জলে॥
রবি অস্তগত দেখি নর নারীগণ।
কেহ দুঃখে কেহ সুখে হইল মগন॥
কেহবা কামিনী লয়ে যামিনী পোহায়।
কারোবা আমাব মত দুঃখে নিশা যায॥
কোন ধনি ভুজ পাশে বাধি প্রাণধনে।
লভিছে অতুল সুখ বচনে মিলনে॥
কাহারো থাকিতে পতি বঞ্চিৎ তাহায়।
গোবৎসে বঞ্চনা করি নরে দুগ্ধ খায়॥
বিয়োগিনী বামা কেহ যৌবন পথিক।
উরস্ আধাব অল্প আধেয় অধিক॥
সদাই দাহন হয় দুঃখ হুতাশনে।
মনেবে বুঝায় কত প্রবোধ বচনে॥
কেহবা আমাব মত আশা করি রয়।
নিশাগতে অবশ্যই সূর্য্যের উদয়॥
সে যাহোক সুখ দুখ সহ বিভাববী।
বসিল বিশ্বের মাঝে শাস্তি কোলেকরি॥

কারাকেতনে।

—⋙⋘—

বন্দী–ভাবে রায়, নিবদ্ধ যথায়,
সে গৃহটি গুপ্ত অতি।
বায়ু ভিন্ন আর, ছিলনা কাহার,
অসময়ে গতাগতি ॥
অতি ক্ষুদ্রাকার, এক মাত্র দ্বার,
ছিল সেই কারা পুরে।
তিমির নাশক, একটি জালক,
উত্তর ভিত্তির উরে ॥
সুরেশের গাত্র, অর্দ্ধ অংশ মাত্র,
লক্ষিত হইত তায়।
জ্বলি দুঃখানলে, বাতায়ন তলে,
যবে আসিতেন রায় ॥
কেবল লক্ষিত, তখনি হইত,
নচেৎ হইত নাই।
সেই বাতায়নে, বিবস বদনে,
অই যে দেখিতে পাই ॥
কারাব নিকটে, '' তটাকের তটে,
ছিল সেই বৃক্ষ কতিপয়।

অযত্ন সম্ভূত, শাখা পত্র যুত,
আলিঙ্গিত লতাচয় ॥
রায়ের নয়ন, সেই তরুগণ,
দর্শন করিতে ছিল।
হেনকালে তথা, আশার অযথা,
নারী এক দেখা দিল ॥
নারীটি হাসিয়া, ক্রমশঃ আসিয়া,
গবাক্ষের সন্নিধানে।
সম্মানের সনে, প্রিয় সম্ভাষণে,
ভাবিল ভামিনী ভানে ॥
বল মহাশয়, হইয়া সদয়,
কায়িক কুশল বাণী।
কবিলে শ্রবণ, কুশল বচন,
মনে ধন্য অনুমানি ॥
কহিলেন রায়, অজ্ঞাত যাহায়,
তারে কেন ভালবাসা।
কহ কেবা তুমি, ভঙ্গিমার ভূমি,
আন্তরিক কিবা আশা ॥
শুনিয়া রমণী, কহিল অমনি,
শুন বলি গুণধাম।
মারুত মূরতি, উদয়ের পতি,
মারুত প্রবর নাম॥

সেনানী তাঁহার, সেনানী আকাব,
তাহার দুহিতা ধনি।
সর্ব্বগুণ ধামা, জম্বালিনী নামা,
কামিনী কুলের মণি ॥
আমি দাসী তাঁর, তব সমাচার,
লইবারে আগমন।
দয়া বিতরিয়া, কুশল কহিয়া,
হর্ষিত করুণ মন।
কহিল সুরেশ, কি কব বিশেষ,
কায়িক কুশল কথা।
হেরিয়া শরীর, যথা হয় স্থির,
বচনে কি কাষ তথা ॥
সেনানী নন্দিনী, মানস মোহিনী,
তিনিত আছেন সুখে।
কহিল কামিনী, শরীরে সুখিনী,
হৃদয় দহিছে দুঃখে ॥
সদা চিন্তা তাঁর, কেমনে উদ্ধার,
করিবেন তব দুঃখে ;
সুরেশ শুনিয়া, কিছু শিহরিয়া,
কহিলেন স্মিত মুখে ॥
তিনি যে আমার, যাতনা অপার,
উদ্ধারে সচেষ্ট মতি।